গিয়া অশ্ব প্রাপ্তানন্তর আরোহণ করিয়া মনে করিল এখানে বাদসাহের অশ্বালয় রাখা উচিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া ঐ নদীর তীরে যে সকল ঘোটক ছিল তাহার রক্ষকদিগকে সমস্ত ঘোড়া লইয়া সঙ্গে আসিতে কহিল, তাহারা কহিল এ আফরাছিয়াব বাদসাহের অশ্বালয় ! কয়খোছরোর অশ্বশালা অগ্রে আছে তাহা শুনিয়া তাহারদিগের প্রহারাদি করিলে তাহারা অনেক লোক ছিল রোস্তমকে মারিতে উদ্যত হইল তখন রোস্তম কহিল আমি রোস্তম এ সকল ঘোটক আমার সঙ্গে লইয়া চল নতুবা সকলকে প্রাণে নষ্ট করিব। তাহারা ইহা না শুনিয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইল, রোস্তম তাহারদিগের অনেককে নষ্ট করিলে কেহ২ আফরাছিয়াবের নিকটে সংবাদ দিল যে রোস্তম আসিয়া অমুক স্থানের অশ্বশালা হইতে অশ্ব সকল লইয়া গেল, আফরাছিয়াব তাহা শুনিয়া রণোন্মত্ত হস্তি ও চল্লিশ জন বলবান মল্ল ও কথক গুলিন সেনা লইয়া আফরাছিয়াব শীঘ্র আসিয়া রোস্তমকে বেষ্টন করিবায় রোস্তম তীর ও তলওয়ার এবং গদা দ্বারায় অনেককে নষ্ট করিল তাহা দেখিয়া আফরাছিয়াব পালায়ন করিল তখন রোস্তম সেই সকল অশ্ব ও যে চারিটা হস্তি আফরাছিয়াবের সঙ্গে আসিয়াছিল তাহা লইয়া ইরানের সীমা রক্ষকের নিকটে আকওয়ান দৈত্য যে স্থানে থাকিত সেই স্থানে গিয়া দৈত্যকে ডাকিয়া কহিল আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে না পারিয়া আমাকে নিদ্রাবস্থায় পাইয়া শূন্যে লইয়া গিয়া জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলা এ বীরের কর্ম্ম নহে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিয়া তোমাকে মারিতে পাঠাইলেন, দৈত্য রোস্তমকে একবার

শূন্যে লইয়া গিয়াছিল সেই সাহসে রোস্তমের সম্মুখে আসিয়া কহিল তুমি মরিবার বাঞ্ছা করিয়া আমার নিকট আরবার আসিয়াছ এখনি নষ্ট করিব ইহা কহিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রোস্তম শীঘ্র কমন্দ ফেলিয়া তাহার দুই হস্ত বান্ধিয়া গদাঘাতে অস্থি চূর্ণ করিয়া তলওয়ার দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া কয়খোছরোর নিকট লইয়া গেল। বাদসাহ তাহার আসিবার সম্বাদ পাইয়া আপনি অগ্রসর হইয়া রোস্তমকে আলিঙ্গন করিয়া অনেক প্রশংসা করিল। দৈত্যের মস্তক দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল, পরে বাদসাহ রোস্তমকে কয়েক দিন বাটীতে রাখিয়া নৃত্যগীত দ্বারা সন্তোষ করিয়া নানা বিধ অলঙ্কার ওবস্ত্রাদি ও হয় হস্তি প্রদান করিয়া জাবলস্তানে বিদায় করিয়া আরআপনি মৃগয়াছলে দুইদিবস রোস্তমের সঙ্গে গমন করিলেন ॥

বেজন আফরাছিয়াবের কন্যার প্রেমে বদ্ধ হইল

এক দিবস কয়খোছরো পণ্ডিত ও বলবান্ ও প্রধান ২ মনুষ্য লইয়া সভায় নানা প্রসঙ্গ করিতেছেন, এমত সময়ে অতিসয় কোলাহলধ্বনি হইল ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি জন্য এত জনরব হইতেছে? তাহার অনুসন্ধান কর, কেহ আসিয়া কহিল কথকগুলীন প্রজা নালিস করিতে আসিয়াছে ইহা শুনিয়া তাহারদিগকে ডাকিতে কহিলেন; তাহারা আসিয়া বাদসাহকেছেলাম ওপ্রশংসা করিয়া নিবেদন করিল যে আমারদিগের গ্রামের নিকট এক বৃহদ্বন আছে সেই বন হইতে অতি বিহদাকার শূকরসকল আসিয়া আমারদিগের

ঘরদ্বার ক্ষেত্র উচ্ছিন্ন করিল এবং অনেক মনুষ্য হত করিয়াছে তাহারদিগের ভয়ে আমরা ভীত হইয়া আপনকার নিকটে জানাইতেছি আমাদিগকে এ আপদ হইতে রক্ষা করুণ, বাদসাহ শুনিয়া বীরগণের প্রতি দৃষ্টি করিলেন তখন বেজন উঠিয়া ছেলাম করিয়া কহিল আমাকে আজ্ঞা হইলে আমি তথায় গিয়া শুকর মারিয়া ইহারদিগকে আপদ হইতে মুক্ত করি ॥ সেও কহিল এ বালক একজন প্রবিণ পাঠানউচিত বিশেষতঃ তুরানের নিকটে, বেজন কহিল আমি যুবা বটে কিন্তু বুদ্ধিতে প্রবিন, হে বাদসাহ! আমার মানস পূর্ণকর; বাদসাহ গোরগিনকে তাহার সঙ্গে দিয়া কহিলেন দুইজনে ঐক্য হইয়া কর্ম্ম করিবা, ইহারা দুইজনে সেই প্রজাদিগকে সঙ্গে লইয়া কথিত দেশে আগত হইয়া কিছু দিনের মধ্যে অনেক শূকর মারিয়া বনদগ্ধ করিয়া প্রজাগণকে সুস্থির করত তথায় ক্ষেত্র করিতে আজ্ঞা করিল, সেস্থানে অনেক শীকারের যোগ্য পশু দেখিয়া আনন্দমনে দুইজনে কিছুদিন শীকারাশয়েত ভ্রমণ করে, একদিন গোরগিন বেজনকে কহিল এখান হইতে অতি নিকট এক রম্য বন আছে সে খানে নানা প্রকার ফল ফুল ও শীকার পাওয়াজায় আর জল বায়ু উত্তম, এবং আফ্রেরাছিয়াবের কন্যা মনিজা নাম্নী পরম সুন্দরী সেইবনের নিকস্থ উদ্যানে সর্ব্বদা আইসে; এবং সে দেশস্থ লোক ও কহিল মনিজা এখন সেই উদ্যানে আসিয়াছে আমরা জ্ঞাত হইয়াছি, ইহা শুনিয়া বেজন গোরগিনকে সঙ্গে লইয়া সেই বনে শীকার করিতে ও কৌতুক দেখিতে গেলে, পরে বেজন সেইস্থানে পৌছিয়া দূর হইতে দেখিল এ উদ্যানে কথক

শুনিল স্ত্রীলোক ভ্রমণ করিতেছে, বেজন ক্রমে নিকটে গিয়া মনিজাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং মনিজা বেজনকে দেখিয়া কামান্ধা হইয়া আপন দাসীকে কহিল আফরাছিয়াবের ভয়ে পক্ষ এখানে আইসে না; এ যুবক পুরুষ এখানে আসিয়াছে কিন্তু আমার বোধ হয় এ সামান্য লোক হইবেক না তুমি জানিয়া আইস, দাসী বেজনের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে কোথা হইতে এখানে কি নিমিত্তে আইলে এ আফরাছিয়াবের কন্যা মনিজার রম্যোদ্যান তোমার কি প্রাণের ভয় নাই ইহা শুনিয়া বেজন কহিল আমি ইরানের একজন প্রধান সেনাপতি আমার নাম বেজন; আফরাছিয়াব আমাকে বিশেষ রূপে জানে আমি তাহাকে ভয় করিনা, এই স্থানে শীকার করিতে আসিয়াছিলাম মনিজা এখানে আসিয়াছে শুনিয়া এক অঙ্গুরি তাহার নিকটে বিক্রয় করিতে আনিয়াছি। দাসী গিয়া মনিজাকে এই সকল কথা কহিলে মনিজা কহিল তুমি তাহাকে আমার নিকটে আন, দাসী পুনরায় আসিয়া বেজনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল, গোরগিন কহিল অধিক বিলম্ব করা উচিত নহে শীঘ্র আসিবা। বেজন মনিজার নিকটে পৌঁছিলে মনিজা তাহার হস্ত ধরিয়া আপন মন্দিরে লইয়া উভয়ে মদিরা পান করিয়া মত্ত হইয়া কাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; গোরগিন বেজনের অনেক বিলম্ব দেখিয়া জানিল যে বেজন বদ্ধ হইল, বেজনের অশ্ব লইয়া আপনার বাসস্থানে আইল। মনিজা বেজনের সঙ্গে তিন দিন রতি ক্রীড়া করিয়া চতুর্থ দিবসে বেজনকে অধিক মদিরা পান দ্বারায় অজ্ঞান করিয়া হস্তির উপর

উঠাইয়া আপন বাটিতে লইয়া গেল, যখন বেজনের মত্ততা ত্যাগ হইল তখন মনিজাকে কহিল আমাকে কোথায় আনিয়াছ? মনিজা কহিল আমার বাটীতে আনিয়াছি, এই স্থানে দুইজনে রঙ্গরসে থাকিব কোন চিন্তা নাই কিছু দিন দুইজনে সুখে কালযাপন করে; একদিন একজনরক্ষক জানিয়া প্রাণের ভয়ে বাদসাহের নিকটে গিয়া কহিল যদি আমাকে অভয়দান দেন তবে কিছু নিবেদন করি। বাদসাহ কহিলেন তুমি নির্ভয় হইয়া কহ; সে কহিল বেজন নামক ইরানের একজন সরদারকে আমারদিগের সাহজাদি মনিজা কিপ্রকারে গোপন করিয়া আনিয়া তাহাকে বিবাহকরিয়া আপনারনিকটে রাখিয়াছেন আমরা পরম্পরা শুনিয়া সাক্ষাতে নিবেদন করিলাম যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করুণ বাদসাহ এইকথা শুনিয়া রাগত ও সোকাকুল হইয়া কহিল ॥

পৃথিবি পতির যদি কন্যা ঘরে থাকে। দুঃভাগ্য পুরুষ বলে সবে তাকে তাকে ॥

বাদসাহ আত্মীয়অন্তরঙ্গসকলকে ডাকাইয়া পরামর্স জিজ্ঞাসা করিলেন? সকলেই এ দুইজনকে নষ্ট করিতে কহিল, তখন করছেওজকে কহিলেন তুমি গিয়া বেজনের মস্তক ছেদন করিয়া আন; সে গিয়া দেখিল যে দুইজনেমদিরা পান করিয়া হাস্য কৌতুকে মগ্ন আছে। করছেওজ এক সব্দ করিলে পর বেজন তাহাকে দেখিয়া এক তলওয়ার লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া কহিল আমার নাম বেজন আ ম গেওয়ের পুত্র রোস্তমের দৌহিত্র যদিআমার সহিত যুদ্ধ করণের ইচ্ছা থাকে তবে মাঠে তুরানের সকল সরদারকে মারিব আর যদি

আমাকে নষ্ট নাকর ধর্ম্মতঃ সত্য কর তবে আমি তোমার সঙ্গে বাদসাহের নিকটে যাই; করছেওজ মনোমধ্যে বিবেচনা করিল সহজে ইহাকে মারা ভার হইবেক প্রণয় করিয়া লইয়া জাই, তখন বেজন কে কহিল তোমার নিকটে ধর্ম্মতঃ সত্য করিতেছি বাদসাহকে কহিয়া তোমার অপরাধ ক্ষেমা করা: ইব এই সত্য করিলে বেজন তলওয়ার রাখিল, করছেওজ তাহার হস্ত বান্ধিয়া বাদসাহের সম্মুখে আনিল বাদসাহ কহিলেন তুই আমার অন্ত পুর মধ্যে কিপ্রকারে প্রবেশ করিলি? বেজন কহিল আমি শীকার করিতে আসিয়া শ্রান্ত যুক্ত হইয়া বনমধ্যে শয়ন করিয়াছিলাম কোন দৈত্য সেই সময়ে আমা: কে উঠাইয়া এখানে আনিয়াছে। বাদসাহ কহিল তুই সেই বেজন তুই আমার অনেক সেনাকে নষ্ট করিয়াছিস এখন হস্ত বান্ধা দাঁড়াইয়া স্ত্রিলোকের ন্যায় স্বপ্ন ছলের কথা কহি: তেছিস; বেজন কহিল আমি কেবল করছেওজের সত্য ধর্ম্মে হস্ত বান্ধাইয়াছি নতুবা তুরানে এমত বলবান্ কেহ নাই যে আমার হস্ত বন্ধন করে, আমার হস্তের বন্ধন খুলিয়া তোমার বলবান্ দিগকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেও আমি সকলের সহিত যুদ্ধ করিয়া উহারদের নষ্টকরি, বাদসাহ রাগত হইয়া তাহাকে শূলে দিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন বাদসাহের লোকে বেজন কে শূলে দিতে লইয়া চলিল। এই জনরব নগর মধ্যে হইলে পিরানওএছা শুনিয়া সেইস্থানে আসিয়া কহিল আমি যে পর্যন্ত বাদসাহার নিকট হইতে অন্য হুকুম না পাঠাই সেপর্যন্ত বেজন কে নষ্ট করিবানা, পিরানওএছা তথা হইতে আফরা:

ছিয়াবেয় নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল তখন বাদসাহ পুনঃ পুনঃ তাহাকে বসিতে কহিলেন তথাপি দাঁড়াইয়া রহিল, তখন বাদসাহ কহিলেন তোমার কি প্রার্থনা তাহা কহ ধন কি রাজ্য চাহ তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই? পিরানও এছা এরূপ অনুগ্রহ বাক্য শুনিয়া কহিল হে বাদসাহ; বেজন কে নষ্ট করিবেন না, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আমার বাক্য বিবেচনা করিয়া দেখুন যে এক ছিয়াওসকে নষ্ট করিয়া দিবা রাত্র ইরানিদিগের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ হইতেছে আর বার বেজনকে যদি নষ্ট করেণ তবে তুরানে কেহ ক্ষণকালের নিমিত্ত্য সুস্থির থাকিতে পারিবেন না ছিয়াওসকে মারিয়া এক বিশ বৃক্ষ রোপন করিয়াছেন আরবার বেজনকে যদি নষ্ট করেণ তবে সেই বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করিয়া সেই বিশ বৃক্ষকে ফলবাণ করিবেন এক খুন করিয়াছ তাহাতেই দেশস্থ সকলেই অস্থির দুই খুন হইলে ইরানিদিগের নিকটে জাইতে পারিব না। বাদসাহ কহিল বেজনকে ত্যাগ করিলে অপযশ হইবে; পিরান কহিল তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখ; তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া করছেওজকে কহিলেন বেজনকে লৌহ সংযুক্ত করিয়া কারাগারে বদ্ধ কর, আর মনিজাকে ও তাহার নিকটে রাখ আর এমত ক্লেশে রাখিব যাহাতে দুই জনে শীঘ্র জমালয় প্রস্থান করে। করছেওজ রাজাজ্ঞাপ্রমানে বেজনকে আনিয়া বদ্ধ করিল; মনিজাকে তাহার মাতা বদ্ধ করিতে দিলনা কিন্তু সেই বন্দি শালার মধ্যেই রহিল, উভয়ে সর্ব্বদা রোদন করিত এইরূপে কিছুদিন গত হইল। ওখানে গোরগিন বেজনের অশ্ব লইয়া কিয়ৎকাল সেই দেশে বাস

করিয়া পরে ইরানে গিয়া কয়খোছরোর সহিত সাক্ষাত করিয়া বেজনের অশ্ব দিলে গোদরজও গেও কহিল বেজন কোথায় তাহার অশ্ব আনিয়াছ সে কোথায় রহিল তাহা বল গোরগিন কহিল বেজন এক গোরখরের পশ্চাৎ ধাবমান হইলে আমি তাহার পশ্চাৎগামি হইলাম অনেক দূর গিয়া অদর্শন হইল; আমি কথক দূর গিয়া বেজনের অশ্ব মাঠে দেখিয়া আনিয়াছি, ইহা শুনিয়া গেও গোরগিনকে কাটিতে উদ্যত হইল। গোদরজ নিষেধ করিয়া বাদসাহকে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত করিল; বাদসাহ শুনিয়া অনেক খেদ করিয়া পরে গণক ও পণ্ডিতদিগকে ডাকাইয়া গণনা করিতে কহিলেন; তাহারা গণনা করিয়া কহিল বেজন মরেনাই কিন্তু মৃত তুল্য হইয়া তুরানে বদ্ধ আছে পরে কয়খোছরো জাম জঁহা নমায় নামক এক পেয়ালা তৈয়ার করিয়াছিলেন তাহাতে মদিরা কিম্বা শর্করোদক পরিপূর্ণ করিয়া যে মনন করিয়া দৃষ্টি পাত করিত তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইত, সেই পাত্র আনাইয়া তাহাতে মদিরা পূর্ণ করিয়া আপনি দেখিয়া কহিলেন যে বেজন তুরানে আফরাসিয়াবের বন্দি সালায় হস্ত পদে লৌহযুক্ত হইয়া অন্ধকূপের ন্যায় এক কঠোরে বদ্ধ আছে, গোদরজ কহিল যদি আজ্ঞা হয় তবে আমি সৈন্য সঙ্গে লইয়া তাহাকে আনিতে যাত্রা করি; বাদসাহ কহিল তোমার কর্ম নহে রোস্তম গমন করিলে অনায়াসে আনিতে পারিবেক। পরে বাদসাহ রোস্তমকে আনিতে গেওকে পাঠাইলেন সে গিয়া রোস্তমকে সমুদয় বিবরণ জ্ঞাপন করিলে রোস্তম শুনিয়া কহিল আমি দুই তিন যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত যুক্ত হইয়া

আসিয়াছি মনে করিয়াছিলাম যে কিছুদিন গৃহে থাকিয়া সুস্থ হইব, কিন্তু বেজন আমার সন্তান তাহার ক্লেশ শুনিয়া এক তিল বিলম্ব করিতে পারিনা, ইহা কহিয়া কিয়দ্দিবসান্তে ইরানে আসিয়া উপস্থিত হইল; বাদসাহ শুনিয়া সরদারদিগকে পাঠাইয়া রোস্তমকে আনাইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক সমাদর করিয়া আপন তক্তের নিকটে এক তক্তে বসাইয়া বেজনকে কারাগার হইতে মুক্ত করিতে কহিলেন। সমুদয় সেনা ও সরদারদিগকে লইয়া যাত্রা কর রোস্তম কহিল প্রকাশ্যরূপে গমন করিলে যদি বেজনকে নষ্ট করে, অতএব আমি গোপন রূপে সওদাগরের বেশ ধারণ করিয়া যাইব বাদসাহ তুষ্ট হইয়া বাণিষ্য দ্রব্যপ্রস্তুত করাইয়া একশত বলবান্ ব্যক্তিকে উক্ত বেশে রোস্তমের সমভিব্যাহারে দিলেন; গোরগিনকে বাদসাহ তদবধি কয়েদ রাখিয়া ছিলেন রোস্তম বাদসাহকে অনেক বুঝাইয়া তাহার অপরাধ মার্জনা করাইয়া কারাগার হইতে মুক্ত করিল ॥

রোস্তম বেজনকে মুক্ত করিতে তুরানে যাত্রা

রোস্তম যখন তুরানে উপস্থিত হইল তখন সকলে জানিল যে একজন প্রধান সওদাগর অনেকানেক দ্রব্য লইয়া ইরান হইতে আসিয়াছে মনিজা ইহা শুনিয়া রোস্তমের নিকটে আসিয়া কহিল বেজনের এখানে কয়েদ হওনের সংবাদ ইরানের সরদার ও বাদসাহ শুনিয়াছেন কি না? রোস্তম ক্রোধ যুক্ত হইয়া কহিল আমি বণিক বানিজ্যকারি সেসকল সংবাদে আমার প্রিয়োজন কি? কয়খোছরো; রোস্তম, বেজন এবং

আর ২ সরদার গণ কাহারও সহিত আমার আলাপ নাই, আমি সওদাগরি করিয়া কাল যাপন করিতেছি তুমি আমার নিকট হইতে প্রস্থান কর ইহা শুনিয়া মনিজা নিরাশা হইয়া বিস্তর রোদন করিল; তখন রোস্তম তাহাকে ডাকিয়া কহিল কয়খোছরো ইরানে থাকেন আমি সেখানে থাকিনা, তুমিকে আপন বৃত্তান্ত আমাকে বল ? মনিজা এক দীর্ঘ নিশ্বাশ ত্যাগ করিয়া আরবার রোদন করিতে লাগিল, তদ্দৃষ্টে রোস্তম তাহাকে অনেক আশা ভরসা দিলে সেকহিল আমি আফরা ছিয়াব বাদসাহের কন্যা আমার নাম মনিজা ।

মনিজা আমার নাম রাজার দুহিতা । আমাকে
দেখিতে সুর্য্য ছিল হে বাঞ্ছিতা ॥

বেজন বন্ধিখানায় কয়েদ আছে আমাকে বাদসাহ বাটি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন, এইক্ষণে ভিক্ষা করিয়া বেজনকে খাওয়াই আপনিও খাই, রোস্তম কহিল আমি কিছু খাদ্য দ্রব্য দিই বেজনকে গিয়া দেও যদি সেজিজ্ঞাসা করে কোথায় পাইলে তুমি কহিও এক নূ ন সওদাগর আনিয়াছে সেই অনগহ করিয়া দিয়াছে ইহা কহিয়া কিছু খাদ্য দ্রব্য আনাইয়া একমরগির কাবাবের মধ্যে আপন চিহ্ন যুক্ত অঙ্গুরি তাহার মধ্যে রাখিয়া মনিজাকে দিয়া বিদায় করিল, সেগিয়া বেজনকে দিলে সে ঐ সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিতে ২ অঙ্গুরি পাইয়া নিরক্ষণ করত রোস্তমের চিহ্ন দেখিয়া হাস্য বদনে মনিজাকে কহিল এখাদ্য দ্রব্য কোথায় পাইয়াছ ? সে কহিল অদ্য একজন নূতন সওদাগর আসিয়াছে সেই অনুগ্রহ করিয়া দিয়াছে, পরে তাহার আকর প্রকার জিজ্ঞাসা করিবাতে মনিজা যেমত ২ দেখিয়াছিল তাহা কহিল, বেজন শুনিয়া

অতি প্রফুল্ল চিত্ত হইয়া পুনর্ব্বার হাস্য করিল। তখন মনিজা কহিল এই মৃত্যুবৎ ক্লেশের মধ্যে এত হাস্য করণের কারণ কি। বেজন কহিল তুমি যদি একথা প্রকাশ না কর তবে আমি কহি। মনিজা কহিল আমি তোমার নিমিত্তে ধন মান ও প্রাণের আশার ভরসা ত্যাগ করিয়াছি এখনো কি আমার প্রতি তোমার সন্দেহ দূর হয় নাই, তখন বেজন কহিল এ সওদাগর নহে রোস্তম আমাকে মুক্ত করিতে আসিয়াছে তুমি তাহার নিকটে গিয়া আমার ছেলাম জানও। সে তথা হইতে আসিয়া রোস্তমকে বেজনের ছেলাম জানাইলে রোস্তম মনিজাকে আপন বাস স্থানে রাখিল অর্দ্ধরাত্র সময় বলবান্ দিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়া দেখিল যে কারাগারের দ্বারে এক বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা রুদ্ধ ছিল তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া বেজনকে বাহির করত চমৎকৃত করিয়া কহিল তুমি অনেক ক্লেশ পাইয়াছ মনিজাকে লইয়া ইরানে গমন কর, আমি আফরাছিয়াবকে জানাইয়া জাইব সে এমত না ভাবে যে রোস্তম এখানে আসিয়া বেজনকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। বেজন কহিল তোমাকে একা রাখিয়া আমি কদাচ জাইবনা পরে দুর্গমধ্যে সকলে প্রবেশ করিয়া রক্ষকগণকে বধ করিয়া আফরাছিয়াবের অন্তঃপুরের দ্বারে গিয়া শব্দ করিয়া কহিল ওহে আফরাছিয়াব আমাকে এতো ক্লেশে রাখিয়া আপনি সুখে নিদ্রা যাইতেছ এখন নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কর আমি রোস্তম বেজনকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছি এই কথা শুনিয়া ভীত হইয়া আফরাছিয়াব পলায়ন করিল। রোস্তম গদা দ্বারা দ্বার ভগ্ন করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তক্ত চুর্ণ

করিল ও সঙ্গিগণেরা এক এক যুবতীর হস্ত ধারণ করিয়া বাহিরে আইল। প্রাতে আফরাছিয়াব কথক গুলিন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রোস্তমের সহিত যুদ্ধকরিতে আইল তাহা দেখিয়া রোস্তম আপন সঙ্গিগণকে লইয়া দাঁড়াইলে তয় প্রযুক্ত কেহ রোস্তমের সম্মুখে আইল না; তখন রোস্তম আফরাছিয়াবকে কহিল যে তুই এবং তোর সমস্ত সরদারেরা আমাকে বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত আছিস তত্রাপী আমার সম্মুখে আসিয়াছিস্ তুরানে এমত কোন মনুষ্য নাই যে আমার সহিত যুদ্ধ করে এইরূপ অনেককটুবাক্য কহিলে আফরাছিয়াব লজ্জিত হইয়া আপন সেনাদিগকে অনেক ভৎসনা করিয়া সমস্ত সেনা লইয়া একেবারে রোস্তমের প্রতি ধাবমানহইল তাহা দেখিয়া রোস্তম তলওয়ার ও গদা লইয়া আইল তদ্দৃষ্টে সকল সেনা ছাগলের ন্যায় পালাইয়া গেল ॥

যুদ্ধের দিবসে সেই মহাবির প্রশস্ত। তলওয়ার কাটার
গদা লয়্যা পাস অস্ত্র ॥ কাটিল চিরল আর ভাঙ্গিল
বিন্ধিল। যোদ্ধাগণের মাথা বুক হাটু আর হস্ত ॥

রোস্তম এত মনুষ্যসংহার করিল যে রক্তের স্রোত চলিলতাহা দেখিয়া যে অবশিষ্ট সেনাছিল তাহা লইয়া আকরাছিয়াব পলায়ন করিল; রোস্তম কথক দুর তাহার দিগের পশ্চাৎ ২ গিয়া ফিরিয়া আসিয়া আফরাছিয়াবের ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধন সম্পত্তি ও কএক জন পরম সুন্দরী যুবতীকে লইয়া ইরানে গেল কয়খোছরো তাহা শুনিয়া অগ্রসর আসিয়া রোস্তমকে আপন বাটিতে আনায়ন করিলেন ॥

রোস্তমের সহিত বরজুর যুদ্ধ ॥

বেজনের উপাখ্যান করিলে শ্রবণ। বরজুর যুদ্ধ
কিছু শুনহ এখন ॥

আফরাছিয়াব রোস্তমের নিকটে পরাভব হইয়া চিন দেশে গমন করিল কএকদিবস পরে একদিন এক ক্ষেত্রের প্রান্তভাগে এক যুবা পুরুষ অতি বৃহদা কার দেখিয়া তাহাকে নিকটে ডাকাইয়া কহিল তোমার নাম কি, কোথা নিবাস তোমার পিতা কে? সে কহিল আমার নাম বরজু কৃষি কর্ম্ম করি, পিতারনাম জ্ঞাতনহি, কিন্তুমাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম তিনি কহিয়াছেন একসময়ে একজন বলবান্ পুরুষ শীকার করিতে আসিয়া পিপাসাযুক্তহইয়া আমারনিকটে জল চাহিলে আমি তাহাকে জল দিলাম সে জলপানকরিয়া পরে আমাকে ধরিয়া বলেতে আলিঙ্গনকরিয়া প্রত্যাগমন কালীন আমাকে আপনার কিছু অলঙ্কার দিয়া গেল তাহাতেই আমি গর্ভবতী হইলাম সেই গর্ভে তোমার জন্ম হইয়াছে আমার মাতার নিকটে এই মাত্র শুনিয়াছি আর আমার মাতা বিবাহ করেন নাই, বাদসাহ কহিল তোমাকে বলবান্ দেখিতেছি আমার এক প্রবল শত্রু আছে তাহার ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছি যদি সেনা থাকিত তবে ইরানের যোদ্ধাগণ আমার নিকটে তুচ্ছ তোমার যে প্রকার শরীর দেখিতেছি অনুমান করি তুমি অক্লেশে তাহাকে মারিতে পারিবা তাহার নাম রোস্তম বরজু কহিল এক ব্যক্তিকে এতভয়, বাদসাহ কহিল সেই একজনকে এক সহস্র বলবানেও তাহার কিছু করিতে পারেনা, কোন

অস্ত্র ও তাহার সরিরে প্রবেশ হয় না। বরজু কহিল পর্ব্বত হইলে ও এক গদায় চুর্ণ করিতে পারি, বাদসাহ কহিল যদি তুমি তাহাকে বিনাশ করিতে পার তবে আমার এক কন্যা ও চিন দেশ তোমাকে দিব। বরজু কহিল তুমি এত সেনা লইয়া একজনকে দেখিয়া ভয়ে পালইতেছ তোমারা সকলিই কাপুরুষ তুমি বাদসাহের উপযুক্ত নহে এতদ্বাক্যে বাদসাহ সলজ্জিত হইয়া কহিল তুমি আমার সহায় হইয়া সেই সত্রু হইতে উদ্ধার কর, ইহা শুনিয়া বরজু কহিল আমি রোস্তমকে মারিয়া ইরানের বাদসাহকে ধরিয়া তোমাকেদিব। আফরাছিয়াব তাহাকে পারিতোষিক স্বরূপ হিরকাদি মুক্ত ও স্বর্ণ রৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসাদি, হয়, হস্তি তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া অলঙ্কার ও নানাবিধ বস্ত্র; ও নানা প্রকার অস্ত্র বরজুকে দিলেন, সে আপন মাতার নিকটে লইয়া গেল তদ্দৃষ্টে তাহার মাতা কহিল এত বিশয় কোথায় পাইলে ? বরজু তখন বিস্তারিত করিয়া কহিলে বরজুর মাতা শুনিয়া কহিল এসকল দ্রব্য গহন করিওনা বাদসাহকে ফিরিয়া দেও এসকল ধন নহে এ তোমার কপন (মুছরা শবের উপর যে বস্ত্র আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া গোরদেয় তাহাকে কফন কহে) রোস্তম একাকি কত দৈত্যকে নষ্ট করিয়াছে আর অনেক বাদসাহ ও বলবান্ বীরগণকে নষ্টকরিয়াছে তুমিদৈত্যঅপিক্ষা বলবান্ নহ, বরজু কহিল মৃত্যু বিশয়ে যে রূপ ঈশ্বর নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন তাহা কেহ খণ্ডন করিতে পারিবেকনা তাহা অবস্যই হইবেক ? রোস্তমবৃদ্ধ আমিযুবক আমিতাহাকেজয় করিল আমিঅবস্য

যুদ্ধে যাইব, তাহার মাতা কহিল তুমি কখন যুদ্ধ দেখনাই সে রণ পণ্ডিত বরজু কোন প্রকারে প্রবোধ না মানিয়া বাদসাহের নিকটে আসিয়াকহিল আমার মাতা কহেন রোস্তম রণ পণ্ডিত আমি কখন যুদ্ধ দেখি নাই, বাদসাহ শুনিয়া প্রধান ২ যোদ্ধা গণকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা ইহাকে যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা করাও দশজন প্রধান যোদ্ধা দিবারাত্র ছয়মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধের কৌসল সকল তাহাকে শিক্ষা করাইল, তাহার পর বরজু বাদ সাহ সম্মুখে আসিয়া কহিল আমি যুদ্ধের কৌসল সকল জ্ঞাত হইয়াছি যদি আজ্ঞা করেণ তবে যে দসজন আমার শিক্ষা গুরু সেই দসজন কেই এক কালীন বন্ধনকরিয়া আপন কার সম্মুখে আনি ইহা শুনিয়া তাহারা কহিল বরজু সত্য কহিতেছে ইরানে ও তুরানে ইহার সম যোদ্ধা কেহ নাই ইহাকে মনুষ্য জ্ঞান হয় না কোন দৈত্যের সন্তান হইবে, যুদ্ধে ইহার শ্রম বোধ নাই। বাদসাহ তুষ্ট হইয়া অনেক অলঙ্কার বস্ত্র হস্তি ঘোটক প্রসাদ করিয়া আপনার তক্তের নিকটে একতক্তে বরজূকে বসাইলেন. বরজুকহিল আরবিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে আমাকে শীঘ্র যুদ্ধে বিদায় কর। কয়েক দিবস পরে বার সহস্র সৈন্য ও হোমান এবং বার মান প্রধান দুই সেনাপতিকে সঙ্গে দিয়া বরজুকে যুদ্ধ করিতে ইরানে পাঠাইলেন, আর কহিলেন অতি ত্বরায় তোমার দিগের পশ্চাৎ আমি ও জাইতেছি। কয়খোছরো ইহা শুনিয়া কহিল আফরাছিয়াব সে দিবস রোস্তমের সহিত যুদ্ধে পরাজয় হয় আর ইরানের সরদার দিগকে দেখিলে পলায়ন করে তবে কি সাহসে ইরানে আসিতেছে; পরে তুছ ওফরেবোর্জ এইদুই

সরদারকে বার সহস্র সেনা সঙ্গে দিয়া পাঠাইল আর আপনি অনেক সেনা সঙ্গে করিয়া পশ্চাৎ চলিল ॥

বরজু তুছ ও ফরেবোর্জকে ধরিয়া লইজায় ও রোস্তম তাহার দিগের আনিবার বিবরণ ॥

যখন দুইসৈন্য একত্র হইল বরজুর সঙ্গেতুছ এক দিবারাত্রি ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া বিমুখ হইলে বরজু আসিয়া তুছ ও ফরেবোর্জকে ক্রোড়ে করিয়া আপন সৈন্য মধ্যেলইয়া হোমানের নিকটে সমর্পণ করিল সে দুইজনকে কয়েদ করিয়া রণ জয়ী বাদ্য বাজাইল ॥ সে আহ্লাদিত হইয়া আফরাছিয়াবকে পত্র লিখিল যে তুছ ও ফরেবোর্জ যুদ্ধেআসিয়াছিল তাহারদিগকে বরজু ধৃত করত বদ্ধ করিয়াছে; কয়খোছরো চিন্তাযুক্ত হইয়া রোস্তমকে ডাকিয়া কহিলে রোস্তম তাহা শুনিয়া ঈশ্বরকে স্বরণ করিয়া বাদসাহের নিকটে বিদায় হইয়া তুছের ভ্রাতা কেস্তহমকে সঙ্গে লইয়া তছ ও ফরেবোজকে মুক্ত করিতে গমন করিল, রাত্র দুই প্রহরের সময়ে তুরানের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল আফরাছিয়াব সভা করিয়া একতক্তে আর বরজু দক্ষিণদিগে ও পিরানওএছা বাম দিগে আর ফরেবোর্জ ও তুছের হস্ত বন্ধন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান করিয়া অহঙ্কারে ও মদিরিকাপানে মত্তহইয়া কহিতেছেযেমন ছিয়াওসকে বধ করিয়াছি ইহারদিগের দুইজনকে কল্য সেইরূপ করিয়া বধ করিব। রোস্তম ঈশ্বরকে ধন্য বাদ করিয়া কেস্তহমকে কহিল এখন পর্য্যন্ত ইহারা জিবদ্দসায়আছে বুঝিঈশ্বর ইহারদিগকে রক্ষা করিলেন তুমি আমার পশ্চাতে আইস ইহা

করিয়া নিকটে গিয়া দেখিল সকলে সুরাপানে মত্ত হইয়াছে, রোস্তম রক্ষকদিগকে নষ্ট করিয়া আপনি একজনকে ও কেস্তুহম একজনকে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া তাহারদিগের বন্ধন মুক্তকরিয়া কয়খোছরোর নিকটে লইয়া আইল ক্ষণেক কাল পরে আফরাছিয়াবের চৈতন্য হইল সভাস্থ তাবতেই গোলমাল করিতেছে তাহা শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিবায় তাহারা কহিল ইরানিরা আসিয়া রক্ষকগণকে নষ্টকরিয়া বন্দি দুইজনকে লইয়া গিয়াছে। পিরানওএছা ইহা শুনিয়া কহিল রোস্তম আসিয়াছিল, বাদসাহ তৎক্ষণাৎ বরজুকে যুদ্ধে পাঠাইল। কয়খোছরো তাহা শুনিয়া রোস্তমের সহিত বহুবিধ সেনা দিয়া যুদ্ধে প্রেরণ করিল, রোস্তম বরজুর আকার দেখিয়া বিস্ময়াপন্নহইয়া কহিল ওরে বালক, তুই রোস্তমকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছিস আমি রোস্তমের পরিবর্ত্তে আসিয়াছি এখনি তোমাকে রণ ভূমে শয়ন করাইব ইহা কহিয়া প্রথমতঃ দুইজনে তীরের যুদ্ধ আরম্ভ করিল ঐ যুদ্ধে কাহার কিছু হইলনা, পরে গদা যুদ্ধ করিতে ২ গদা ধনুকের ন্যায় বক্র হইল, তৎপরে দুইজনে মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ করিল কিয়ৎ কাল বাহু যুদ্ধ করিয়া সন্ধ্যার সময়ে বরজু এক গদা রোস্তমের মস্তকে প্রাহার করিলে রোস্তম ঢাল দ্বারা মস্তক রক্ষা করিল কিন্তু পঞ্জরে এমত আঘাত হইল যে রোস্তম হস্তোত্তোলন করিতে পারিলনা; বরজু পাছে জানিতে পারে এই আসঙ্কায় ধৈর্য্য হইয়া থাকিল আর বরজুকে কহিল তুমি বালক বট কিন্তু বল আছে, বরজু কহিল আমি পর্ব্বতে গদা ঘাত করিলে চূর্ণ হয় তোমার কিছু হইলনা, রোস্তম কহিল

তুমি বালক তোমার প্রহারে আমার কি হইবে, ইহা শুনিয়া বরজু কিঞ্চিৎ ভীত হইল। পরে রোস্তম কহিল অদ্য বেলা অবসান হইয়াছে কল্য প্রাতে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিব ইহা কহিয়া উভয়ে আপন ২ শিবিরে গমন করিল। বরজু আফরাছিয়াবকে কহিল অদ্য জাহারসঙ্গে যুদ্ধ করিলাম সে অতি চমৎকার যোদ্ধা তাহার সরির ও তাহার ঘোটকের সরির কি দিয়া ঈশ্বর নির্ম্মান করিয়াছেন তাহা বলিতে পারিনা, আমি গদা ঘাত করিলে পর্ব্বত চুর্ণ হইয়াযায় কিন্তু তাহার কিছুই হইলনা, আমার গদা বক্র হইয়া গেল কল্য যুদ্ধে কি দুর্ঘটনা ঘটে তাহা বলিতে পারিনা; ওখানে রোস্তম কয়খোছরোর নিকট পৌছিয়া হস্ত দেখাইলেন আর কহিলেন অদ্য সন্ধ্যা হইল এই ছল করিয়া আসিয়াছি কল্য বরজুরসঙ্গেযুদ্ধ করে এমত যোদ্ধা এখানে কেহ নাই যদি আমার পুত্র ফরামোরজ এখানে থাকিত তবে সে যুদ্ধ করিতে পারিত সে হিন্দুস্থানে আছে অতি ত্বরায় তাহাকে আনাইতেপার আর তাহার আগমন পর্য্যন্ত যুদ্ধ কোনছলে স্থকিত রাখিতে পার তবে ভালহয় কয়খোছরো এইকথা শুনিয়া বিমর্ষহইয়া রোস্তমকে শিবিরে পাঠাইলেন, রোস্তম আপন শিবিরে আসিয়া আপন ভ্রাতা জওয়ারেকে ডাকিয়া কহিলেন হস্তির মজ্জাকর আমিবাটীতে জাইয়া ছিমোরগকে ডাকিয়া ঔষধ করিয়া আরোগ্য হইয়া ত্বরায় আসিব; বেদনায় অস্থির হইয়া ঈশ্বরের নিকট সমস্ত রাত্রি রোদন করিতে লাগিল। অতিপ্রাতে জওয়ারা আসিয়া কহিল ফরামোরজ হিন্দুস্থান হইতে এইস্থানে আসিয়াছে রোস্তম শুনিনা তুষ্ট হইয়া ফুরামোরজকে কহিল তুমিআমার

অশ্ব ও পরিচ্ছদাদি বক্ষ ও সমস্ত অস্ত্র লইয়া বরজুর সহিত যুদ্ধ করিতে গমন কর এবং বরজুর সহিত পূর্ব্ব দিবস রোস্তমের যে২ কথা হইয়াছিল তাহাও সমস্ত জ্ঞাত করিল ॥

ফরামোরজর সহিত বরজুর যুদ্ধ ॥

ফরামোরজ রোস্তমের পরিচ্ছদাদি ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে রণস্থলে গমন করিলে বরজু ইহার পূর্ব্বে রণস্থলে আসিয়া লম্ফঝম্প চিৎকার করিতেছিল; এই সময় ফরামোরজ আসিয়া বরজুকে দেখিয়া কহিল এতলম্পঝম্প চিৎকার কেন করিতেছে বুঝি তোমার মৃত্যু নিকট হইয়াছে। বরজু কহিল তুমি জাননা বীরগণের আমোদের স্থান রণস্থল। ফরামোরজর কথা শুনিয়া বরজু কহিল কল্য যাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছি তুমি সে ব্যক্তি নহ তাহারি অশ্ব ও পরিচ্ছাদাদি লইয়া তুমি যুদ্ধে আসিয়াছ, আমি অনুমান করি সে মরিয়াছে অথবা আঘাতি হইয়াছে; ফরামোরজ কহিল তুমি বাতুলের ন্যায় বাক্য কহিতেছ কল্য দিবা অবসান হইয়াছিল এজন্য তুমি প্রাণ লইয়া গিয়াছিলা অদ্য ঈশ্বরের ইচ্ছা এখনি তোমার মস্তকছেদনকরিব। বরজু কহিল তোমার নাম কি? ফরামোরজ কহিল ছাম নরিমানের বংসোদ্ভব রোস্তমের নাম শুনিয়াছ সেই আমি। বরজু রোস্তমের নাম শুনিয়া ভীত হইল; পরে ফরামোরজ প্রথমতঃ গদা যুদ্ধ আরম্ভ করিলে তাহা বরজু সম্বরণ করিতে নাপারিয়া অশ্ব হইতে ভূমে পতিত হইল, ফরামোরজ অতিশীঘ্র কমন্দ নিক্ষেপ করিয়া, বরজুকে বান্ধিয়া আপন সৈন্য মধ্যে লইয়া গেল।

আফরাছিয়াব তাহা দেখিয়া সেনাগণকে সঙ্গে লইয়া বরজুকে মুক্ত করিতে আইল; কয়খোছরো আফরাছিয়াব আসিতেছে ইহা দেখিয়া আপন সৈন্য লইয়া করামোরজর নিকট আইলে উভয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। রোস্তম তথায় গিয়া আর এক কমন্দ নিক্ষেপ করিয়া বরজুকে বান্ধিয়া আনিয়া কয়েদ করিল, আফরাছিয়াব কোনমতে তাহাকে মুক্তকরিতে নাপারিয়া পিরান ও এছাকে লইয়া পরামর্শ করিল যে এস্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে রাত্রিকালে যখন ইরানি সেনাগণেরা নিদ্রা গত হইলে তখন তুরানিরা স্বদেশে প্রস্থান করিল। প্রাতে ইরানিরা দেখিল যে আফরাছিয়াব পলায়ন করিয়াছে তখন রোস্তম বরজুকে সঙ্গে লইয়া কয়খোছরোর নিকটে উপস্থিত হইলে বাদসাহ তাহার প্রাণ দণ্ডে আজ্ঞা করিলেন, রোস্তম কহিল এবালক কেবল ধন লোভে আফরাছিয়াব ইহাকে আনিয়াছিল আমরা ধন দিলে আমারদের পক্ষ হইবেক, ইহা শুনিয়া কয়খোছরো বরজুকে রোস্তমের জিম্মা করিয়া দিলেন। পরে কয়খোছরো যুদ্ধে জয় প্রাপ্ত হইয়া রণ জয়বাদ্য বাজাইয়া সেনাদিগকে লইয়া ইরানে শুভাগমন করিলেন। রোস্তম ফরামোরজ ও ঘওয়ারার সঙ্গে বরজুকে আপন বাটি ছয়স্তানে পাঠাইল আর কহিল ইহাকে সাবধান পূর্ব্বক কারাগারে বদ্ধ রাখিবা আমি বাদসাহর নিকট হইতে বিদায় হইয়া অতি শীঘ্র যাইতেছি ॥

বরজুর মাতার ছয়স্তানে গমন ॥

আফরাছিয়াব তুরানে পৌছিলে বরজুর মাতা সহরশুনিল

যে রোস্তম বরজুকে কয়েদ করিয়া লইয়া গিয়াছে, অনেক রোদন করিয়া কিছু ধন রত্নাদি লইয়া ইরানে যাত্রা করিল, তথায় আসিয়া জ্ঞাত হইল যে রোস্তম বরজুকে আপন বাটিতে কয়েদরাখিয়াছে ইহাশুনিয়া ছয়স্তানে গেল, তথায় পৌছিয়া রোস্তমের বাটির পরিচারিকা এক স্ত্রিলোকের বাটীতে বাসা করত ক্রমেতাহার সহিত প্রণয়করিয়া তাহাকে ভগ্নি কহিত, একদিন তাহাকে কহিল আমি তোমাকে কোন কথা কহিতে বাঞ্ছা করি যদি তুমি ধর্ম্মত সত্য কর যে প্রকাশ করিবানা তবে কহি? সে সীকার করিয়া সত্য করিলে তখন সহরু কহিল কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য আমি বরজুকে দিতে বাঞ্ছা করি যদি তুমি লইয়া তাহাকে দেও, সে সম্মত হইলে সহরু কিছু খাদ্য সামিগ্রু আয়োজন করিয়া, আপন চিহ্ন যুক্ত এক অঙ্গুরী তাহার মধ্যে গোপন করিয়া ঐ স্ত্রিলোককে দিল; সে বন্দিশালায় গিয়া বরজুকে দিলে বরজু তাহা খুলিয়া আপন মাতারচিহ্ন যুক্ত অঙ্গুরী পাইয়া ঐস্ত্রীলোককে কহিল এ সকল দ্রব্য তোমাকে কে দিয়াছে কোথা হইতে আনিয়াছ? সে কহিল সম্প্রতি চিনদেশহইতে এক স্ত্রীলোক আসিয়া আমার বাটীতে বাশ করিয়াছে সেই দিয়াছে, তখন বরজু কহিল আমি তোমাকে যে কথা কহিব যদি তুমি প্রকাশ নাকর এমত ধর্ম্মত সত্য কর তবে বলি, সে কহিল চিনের সেই স্ত্রীলোক আমার স্থানে সত্য লইয়া এই দ্রব্য দিয়াছিল তোমার নিকটে ও সত্য করিতেছি আমার প্রাণান্ত হইলেও এ কথা প্রকাশ করিবনা; তোমার মনেরকথা আমার নিকটে প্রকাশ করিয়া কহ তখন বরজু কহিল সে স্ত্রীলোক আমার মাতা আমাকে

এই কারাগার হইতে মুক্ত করিতে আসিয়াছেন তুমি তাহাকে একখানা উত্তম উথা আমার নিকটে পাঠাইতে কহিবা তবে আমি এই কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি। সে গিয়া সহরূকে সমস্ত বিবরণ বিস্তারিত করিয়া কহিল সহরু ঐ স্ত্রীলোক দ্বারা একখান উথা পাঠাইল বরজু উথা পাইয়া তাহাকে কহিল অদ্য রাত্র যোগে এই বন্দিশালার নিকটে তিনটা অশ্ব ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তোমরা দুইজনে আমার অপেক্ষা করিবা আমি বেড়ি কাটিয়া তোমারদিগের নিকটে জাইব, সে গিয়া সহরূকে এই সকল কথা কহিল সহরু তাহা শুনিয়া ঐ স্ত্রীলোককে কিছু ধন দিয়া ঘোটক ও অস্ত্র সস্ত্র আনিতে কহিল সেই স্ত্রীলোক ঘোড়া ও অস্ত্রাদি আনিয়া রাত্রিকালে সহরুকে সঙ্গে লইয়া কারাগারের নিকটে লুক্কাইত হইয়া রহিল কথক রাত্রি থাকিতে বরজু বেড়ি কাটিয়া প্রাশাদ হইতে লম্প দিয়া নিচে আসিয়া আপন মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনজনে অশ্বারোহণে তুরানে যাত্রা করিল; কি আশ্চর্য্য কপালের লিখন কেহু অন্যথা করিতে পারেনা। রোস্তম কয় খোছরোর নিকট হইতে বিদায় হইয়া বাটীতে আসিতেছিল বরজ দূর হইতে রোস্তমের নিসান দেখিয়া ভীত হইয়া পথের নিকট কোন বনে লুক্কায়িত হইয়া রহিল; রোস্তম দূর হইতে দেখিল যে তিনজন অশ্বারোহি আসিতেছিল বনমধ্যে প্রবেশ করিল, ইহাতে অনভাব করিল যে তুরানের কোন লোক বরজুর অন্যাসন করিতে আসিয়াছে আমাকে দেখিয়া গোপন হইল, একজন বলবানকে তাহার অনুসন্ধান জানিতে পাঠা

ইলে সে বরজুর নিকটগিয়া কহিল তোমরা কে, কোথাহইতে আইলে; কোথায় জাইতেছ? বরজু কহিল আমার নাম বরজু রোস্তমের বাটীহইতে তুরান জাইতেছি, ইহা শুনিয়া সে অতি রাগত হইয়া ধরিতে গেল বরজু কমন্দ ফেলিয়া তাহাকে কয়েদ করিল তাহার অশ্ব পলায়ন করিল ॥

রোস্তমের সহিত বরজুর যুদ্ধ ও বরজুকে বিশ দেওনের বিবরণ ॥

রোস্তম আপনার প্রেরিত বলবানের শূন্য অশ্ব দরশন করত সন্দিগ্ধ হইয়া সেই দিগে গমন করিয়া দেখিল যে বরজু ঐ ব্যক্তিকে বান্ধিয়া রাখিয়াছে; রোস্তম তাহার সঙ্গে অনেক ক্ষণ যুদ্ধ করিয়া দুইজনে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে বসিয়া বরজুকে কহিল তুমি কি প্রকারে কারাগার হইতে মুক্ত হইলে বরজু কহিল ঈশ্বর আমাকে মুক্ত করিয়াছেন; পরে রোস্তম কহিল এ দুই স্ত্রীলোক কে? বরজু কহিল একজন আমার মাতা অন্যজন তোমার বাটীর পরিচারিকা পরে রোস্তম কহিল আমরা দুইজন শ্রান্ত ও খদিত হইয়াছি আহার করিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিব। বরজু কহিল আমার সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য কিছু নাই, রোস্তম কহিল আমি পাঠাইব তদনন্তর রোস্তম আপনার শিবিরে আসিয়া আহারের দ্রব্য আনিতে কহিল এবং বরজুর নিমিত্তে লইয়া যাইতে কহিল; রোস্তমেরসঙ্গের কোন ব্যক্তি কহিল বরজুকে জাহা পাঠাইব তাহাতে বিশ মিশ্রিত করিয়াপাঠাই? রোস্তমকহিল ইহাতে আমার অখ্যাতি হইবে, তাহারা কহিল শত্রুকে নানা প্রকারছলে মারিয়াথাকে

ইচ্ছাতে দোষ নাই; রোস্তম তাহার উত্তর না করিবায় তাহারা বিশ মিশ্রিত করিয়া খাদ্যদ্রব্য বরজুর নিকট পাঠাইল, বরজু দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ঐ সকল দ্রব্য ভক্ষণে উদ্যত হইলে বরজুর মাতা কহিল বিনা পরিক্ষায় এ দ্রব্য তোমার ভক্ষণ করা মত নহে ইহা শুনিয়া রোস্তমের বাটীর স্ত্রীলোককে খাইতে কহিলে সে খাইল পরে কিয়ৎ কালের মধ্যে ঐ দাশী অবসন্ন হইয়া ভূমে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। ইহা দেখিয়া বরজু রাগান্ত হইয়া রোস্তমের নিকটে আসিয়া কহিল ও হে; রোস্তম তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধে অক্ষম হইয়া ছল করিয়া খাদ্য দ্রব্য মধ্যে বিশ মিশ্রিত করিয়া পাঠাইয়াছ; এ তোমার উপযুক্ত কর্ম্ম নহে পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা করিয়াছেন কিন্তু তোমার এ কলঙ্ক চিরকাল থাকিল, রোস্তম লজ্জিত হইয়া নিরব রহিল। বরজু কহিল যদি আমার সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করিবার ক্ষেমতা থাকে তবে যদ্ধ কর? ইহা শুনিয়া রোস্তম তৎক্ষণাত যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন দুইজনে নানা অস্ত্রে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল কেহ পরাজয় হইল না তখন দুইজনে মল্লযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়া উভয়ে উভয়ে কটী বন্দ ধরিয়া বল করিতে লাগিল এই সময়ে রোস্তমের অশ্ব বরজুর অশ্বকে এমত দন্তাঘাত করিল যে সে অস্থির হইয়া পলাইয়া গেল। বরজু কটী দেশ রোস্তম ধরিয়াছিল এজন্য ঝুলিয়া পড়িল, রোস্তম তাহাকে পতনে পাইয়া অশ্ব হইতে নামিয়া বরজুকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া তাহার বক্ষোপরি বসিয়া কাটীতে উদ্যত হইয়া খঞ্জর বাহির করিল তাহা দেখিয়া বরজুর মাতা সহকউচ্চস্বরে রোস্তমকে ডাকিয়া

কহিল বরজু তোমার পৌত্র ছোহরাবের পুত্র ইহাকে কদাচ নষ্ট করিও না পরে নিকটে আসিয়া কহিল ॥

কখন পৌত্রে কাট কভু কাট পুত্র।
ইরান তুরানে কর বিবাদের সূত্র ॥
লজ্জা নাহি হয় তব পক্ক হৈল কেশ।
আপন সন্তানে বংশ করিয়া নিঃশেষ ॥

এইকথা শুনিয়া রোস্তম সহরুকে কহিল তুমি আপন পুত্রকে বাঁচাইবার নিমিত্তে এই কথা মিথ্যা করিয়া কহিতেছ, সহরু কহিল আমার নিকটে ছোহরাবের চিহ্ন যুক্ত অঙ্গুরী আছে আপনি দেখ ইহা কহিয়া সহরু অঙ্গুরী বাহির করিয়া রোস্তমের হস্তে দিল, রোস্তম যে অঙ্গুরী ছোহরাবের মাতাকে পাঠাইয়াছিল সেই অঙ্গুরী দৃষ্টে আনন্দিত হইয়া সহরুকে কহিল এ অঙ্গুরী আমার চিহ্নিত বটে ছোহরাবের মাতাকে পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু তোমার হস্ত গত কি প্রকারে হইয়াছে তাহা বল সহরু কহিল যখন ছোহরাব ইরানে যুদ্ধ করিতে সেনা সঙ্গে লইয়া গমন করিল কয়েকদিন পরে আমারপিতার বাটীর সম্মুখেপুষ্করনিরধারে শিবির করিল আমি সেইসময় ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করিতে ওজল আনিতে গিয়া গাত্র মার্জ্জন ও স্নান করিলাম এই সময় ছোহরাব আপন শিবির হইতে স্নানের সময় আমার সর্ব্বাঙ্গ নিরক্ষণ করিয়া কামান্তর হইয়া আমাকেলইয়া যাইতে একভৃত্যকেপাঠাইল আমি স্নানকরিয়া যাই এমত সময়ে ঐদাস আসিয়া কহিল আমরদিগের সরদার তোমাকে ডাকিতেছেন, আমি ভয় প্রযুক্ত তাহার সঙ্গেছোহরাবের নিকটে উপস্থিতহইলাম, ছোহরাব আমাকে দেখিয়া

আপন শিবির মধ্যে লইয়া আমার সঙ্গে অঙ্গ সঙ্গ করিতে উদ্যত হইলে আমি অস্বিকার করিয়া কহিলাম যে আমি অবিবাহিতা তখন তলওয়ার লইয়া কহিল যদি আমাকে আলিঙ্গন না দেও তবে তোমার মাথা কাটীব; আমি প্রাণ ভয়ে নিরব রহিলাম ছোহরাব বলেতে আমাকে আলিঙ্গন করিল, তাহার পর আমি তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলাম তখন তিনি কহিলেন আমি রোস্তমের পুত্র জালের পৌত্র আমার নাম ছোহরাব ইহা কহিয়া আপন হস্ত হইতে এই অঙ্গুরী আমাকে দিয়া কহিল যদি এই অঙ্গ সঙ্গে তোমার গর্ব্ভ হইয়া সন্তান হয় তবে এই অঙ্গুরী তাহাকে দিয়া পিতা পিতামহ আদির পরিচয় দিবা আমি ইরানের যুদ্ধে যাইতেছি যদি বাঁচিয়া আসি পুনরায় সাক্ষ্যাত হইবে, পরে ইরানে যুদ্ধে গিয়া তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তোমার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করে তাহার পর নিয়মিত সময়ে এই বরজুর ভূমিষ্ট হইল। একথা এপর্য্যন্ত প্রকাশ করি নাই অদ্য তোমাকে সকল বিবরণ কহিলাম; পরে আফরাছিয়াব বরজুকে মাঠেতে দেখিয়া অনেক ধন দিয়া ইরানে যুদ্ধে লইয়া গিয়াছিল তাহার পর আপনি সকলি জ্ঞাত আছ। রোস্তম ইহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া বরজুকে ভূমি হইতে তুলিয়া ক্রোড়ে লইয়া শির চুম্বন করিয়া অনেক প্রসংশা করিল, বরজু রোস্তমের পদধুলি লইয়া প্রণাম করিল রোস্তম বরজুকে ও সহরুকে সঙ্গে করিয়া বাটীতে লইয়া জালের সঙ্গে সাক্ষ্যাত করাইল ও সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিত জানাইয়া সকলে একত্রে আমোদ প্রমোদে থাকিল।।

ছে.ছন নাম্নী নর্ত্তকীর বিবরণ ॥

আফরাছিয়াব তুরানে গিয়া কর্জুর নিমিত্তে বিস্তর খেদ করিল আর সর্ব্বদাই খরখর প্রসঙ্গ উর্থাপিত করিত, একদিন ছেছন নাম্নী একনির্ত্তকী বাদশাহকে ছেলাম করিয়া কহিল হে বাদসাহ আপনি রোস্তমের সংগে অনেকবারযুদ্ধ করিলেন কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহারকিছুই করিতে পারেননাই যদি আমাকে আজ্ঞা করেন তবে আমি ইরানে গিয়া অনায়াসে তাহাকে মারিয়া আসিতে পারি, বাদসাহ ইহা শুনিয়া অগ্রাহ্য করিয়া হাস্য করিলেন, ছে ছন তন্ত্র মন্ত্র জাদু অনেক প্রকার জানিত তাহার ক্রম বাদসাহকে কিছু দেখাইল, বাদসাহ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন বলবান্ ও সেনা যত তোমার প্রয়োজন হয় তাহা লইয়া জাও, ছেছন কহিল অনেক দুইজন বলবান্ আমার সহিত দেন আর অধিক সেনার আবিস্যক নাই কিন্তু একথা কোনমতে প্রকাশ নাহয় বাদসাহ পিলছোম নামক এক প্রধান মল্লকে তাহার সংগেদিলেন আর নানাবিধ ধন ওতৈজ সাদি তাহাকে দিয়া বিদায় করিলেন। ছেছন জাবলস্তানে গিয়া পথ প্রান্তের নিকট প্রান্তরে শিবির করিয়া রহিল আর এক শিবির ফেলিয়া অতিথী সালারমত করিয়া পথিক লোছা কের, অতিত যাহারা ঐ পথে গমনাগমন করিত তাহার দিগ কে ভোজনাদি করাইতে লাগিল; কিছু দিন পরে রোস্তমের বাটীতে ইরানের সকল সরদারেরা নিমন্ত্রেনে আসিয়াছিল; এক দিবস সরদারেরা সভায় বসিয়া মদিরা পানে মত্তহইয়া আত্ম শ্লাঘ্য করিতে২ তুছের সঙ্গে গোদরজের বচসা হইবার

তূছ কহিল আমি ফরেদুঁ বাদসাহের সন্তান ওই একজন লোহা কারের পুত্র তুই আমার সঙ্গে সমান উত্তর করিস? তাহা শুনিয়া গোদরজ কহিল আমার পিতা পিতামহ ফরেদুঁকে আনিয়া বাদসাহ করিয়াছিল পূর্ব্বে ফরেদুঁকে কে জানিত; ইহা শুনিয়া তূছ রাগতহইয়া খঞ্জর লইয়া উঠিল, রহাম নামক এক সরদার তূছেরহস্ত হইতে খঞ্জর লইল, তূছ অসন্তুষ্ট হইয়া ইরানে গেল। রোস্তম তৎকালে সে সভায় ছিলনা পরে ইহা শুনিয়া সভাস্থ সকলকে বহুবিধ তিরস্কার করিয়া কহিল গোদরজ তোমারদিগের কুবুদ্ধি আর তূছ বাদসাহজাদা এবং নিমন্ত্রীত তাহার মর্য্যাদা করিতে হয়, গোদরজকে কহিল তুমি শিষ্টাচারি করিয়া আন অন্যার কথায় সে আসিবেনা, গোদরজ তূছকে আনিতে গেল এবং গেও রোস্তমকে কহিল তুমি জ্ঞাত আছ তূছ নির্ব্বোধ আর আমার পিতা গোদরজ অতি সর ক্রোধি পাছেদুইজনে পথিমধ্যে পুনরায় বিবাদউপস্থিত করে; অতএব আমি জাই ইহা কহিয়া গেও গেল। পরেজাল এই সকল কথা শুনিয়া কহিল তূছ বাদসাহজাদা মান্যব্যক্তি আমি গিয়া তাহাকে আনিব কহিয়া জালোও গেল, ওখানে তূছ ছৌছনেরশিবিরনিকট পৌছিয়া জিজ্ঞাসা করিল এখানে কে শিবির ফেলিয়াছে? তাহারা কহিল একজন সওদাগরের স্ত্রী এই স্থানে আছেন এবং অতিভী শালা করিয়াছেন, তূছ খুদিত ছিল এই কথা শুনিয়া অশ্ব রাখিয়া শিবির মধ্যে গিয়া দেখিল চন্দ্র তুল্য এক যুবতী বসিয়াছে ॥

মৃগের সমান চক্ষু সে চন্দ্র বদনী।
নবিন যুবতী ধনী বিদ্যুত বরনী ॥
বসিয়া রয়েছে এক মর্ত্যের উপরে।
হেনকালে তুছ তথা গেল ধীরে ধীরে ॥

তুছ কহিল তুমি কে কোথাহ ইতে এখানে কি নিমিত্ত্য আইলে ছোহন কহিল আমি এক নৃত্ত্যকী ছিলাম একজন ধনি সওদাগর আমার উপর আসক্ত হইয়া বিবাহ করিয়া আমাকে সঙ্গেলইয়া বানিজ্য করিতে তুরানে গিয়াছিল কিয়ৎকাল পরে সেইস্থানে তাহার মৃত্য হইল। আফরাছিয়াব আমার রূপ যৌবনের প্রসংশা শুনিয়া আমাকে লইয়া জাইতে লোক পাঠাইল সে বডজালাম (অর্থাৎ দুরাত্মা) ইহা শুনিয়া তাহার দেশ হইতে পালাইয়া ইরানে আসিয়াছি। কয়খোছরোর দাশি হইয়া থাকা আফরাছিয়াবের বেগম হইতে আমার শ্লাঘ্য তুছ মনেভাবিল। ইহাকে কয়খোছরোর নিকটে লইয়া জাইব ॥

ছোহনের নিকট তুছ প্রভৃতি সেনাপতিদিগের কয়েদের বিবরণ ॥

ছোহন তুছকে আপননিকটে বসাইয়া মদিরা পান করাইয়া খাদ্য দ্রব্য আনিতে কহিল, তুছ মদিরা পান করিতে লাগিল যুবতী ক্রমে তুছকে মদিরাপানে অজ্ঞান করিয়া পিলছোম কে ডাকিল সে আসিয়া তুছকে বাঁধিয়া স্থানন্তরে লইয়া রাখিল, ক্ষনেক কাল পরে গোদরোজ ঐ স্থানে আইল তাহা কেও ঐ রূপ তুছের নিকটে লইয়া, রাখিল এই রূপে

অনেকানেক সরদারকে কয়েদ করিল, পরে জাল সেইস্থানে আইলে তাহকে আহার করাইতে অনেক যত্ন করিল সে না শুনিয়া অনেক ঘোটকের পদ চিহ্ন দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া তছ প্রভৃতির সংবাদ কোন লোককে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল চারি পাঁচজন অশ্বারোহি ক্রমে ক্রমে এখানে আসিয়াছিল তাহারা এই বাটীর মধ্যে আছে, জাল ইহা শুনিয়া অধিক সন্দিগ্ধ হইয়া রোস্তমকে আনিতে লোক পাঠাইয়া আপনি শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছোহন নৃত্যকীকে ধরিতে গেল সে ভীত হইয়া তথা হইতে অন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্দ করিল, জাল দ্বার ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলে পিলছোম সম্মুখে আসিয়া জালের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিল; দুইজনে অনেক যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পিলছোম এই সংবাদ আকরাছিয়াবকে অতি শীঘ্র সসৈন্য আসিতে, লিখিল এখানে রোস্তম বরজুকে সঙ্গে লইয়া সেইস্থানে পৌছিয়া জালের নিকটে সমস্ত জ্ঞাত হইয়া পিলছোমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল ॥

আকরাছিয়াবের সহিত রোস্তমের যুদ্ধ বিবরণ

আকরাছিয়াব কথক গুলিন সেনা সঙ্গে করিয়া ঐ সময় আসিয়া পৌছিল তাহা দেখিয়া রোস্তম বরজুকে কহিল তুমি আকরাছিয়াবের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন কর; আমি ইহার সঙ্গেযুদ্ধ করি, পিলছোমের সহিত কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে গদা প্রহারে তাহাকে নিপাতকরিয়া আকরাছিয়াবের সঙ্গেযুদ্ধে চলিল। ছোহন নৃত্যকী ইত্যবকাশে ওখান

হইতে পলাইয়া আফরাছিয়াবের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল যখন জাল ও রোস্তম ও বরজু একত্র হইয়া আফরাছিয়াবের সৈন্য মধ্যে পড়িয়া অনেক সেনা নষ্ট করিল তখন তুরানি সেনা সমুহ একত্রিত হইয়া ইহারদিগকে বেষ্টন করিলে এই সময়ে কয়খোছরো তুছ প্রভৃতি কয়েদ ও রোস্তমের যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া আপনি কথক গুলিন সৈন্য লইয়া সেইস্থানে আসিয়া রোস্তমের নিকটে গিয়া তুরানিদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত হইল; তাহা দেখিয়া পিরানওএছা আফরাছিয়াবকে কহিল একজন স্ত্রীলোক বিশেষতঃ বেশ্যার কথায় আপন সৈন্য ক্ষয়করা উচিত নহে; একা রোস্তমের যুদ্ধেই আমরা অসক্ত তাহাতে জাল ও বরজু এই তিনজনে আমারদিগের সেনাগণকে সংহার করিতেছে, অতএব আপনকার এস্থানে থাকা মত নহে প্রস্থান করা শ্রেয়, বাদসাহ কহিলযদি চিরকাল পালাইয়া বেড়াইবে তবে আমারদিগের বাদসাহি করা কিপ্রকারে হয়? কয়খোছরো আসিয়াছে তাহারসঙ্গে আমি যুদ্ধ করি ইহাবলিয়া রণস্থলে আসিয়া কয়খোছরোকে কহিল আইস তোমায় আমায় যুদ্ধ করি সেনা নষ্ট করিবার আবিশ্যক কি? জাহাকে ঈশ্বর অনুকুল হইবেন সেই জয় যুক্ত হইয়া বাদসাহ হইবেক। কয়খোছরো ইহা শুনিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন তদ্দৃষ্টে সেনাপতিগণেরা নিষেধ করিল তাহা গ্রাহ্য নাকরাতে তাহরা রোস্তমকে জানাইল সে আসিয়া কহিল আফরাছিয়াব যুদ্ধ বিসয়ে অতি নিপুন এবং নানাবিধ কৌশলাদি ওজানে আমি অনেকবার তাহারসহিত যুদ্ধ করিয়াছি নানামত ও কৌসল করিয়া তাড়িত করিয়াছি

কিন্তু কখন ধৃত করিতে পারিনাই; আমি ও ফরামোরজ ও বরজু বর্তমান থাকিতে আপনকার জাওয়া উচিত নহে; কয়খোছরো রাগত হইয়া কহিলেন যে আমাকে তুমি কাপুরুষ জ্ঞানকরিয়াছ ইহাকহিয়া যুদ্ধেচলিলেন, তখন রোস্তম অশ্বের রজ্জু ধারণ করিয়া সঙ্গেচলিল এই সময়ে বরজু আসিয়া কয়খোছরোর রেকাবে চুম্বন করিয়া খঞ্জর হস্তে লইয়া কহিল রোস্তম প্রভৃতি সকল সরদারেরা আপনার নিকট অনেক কষ্ট করিয়াছে আমি নূতন আসিয়াছি আমার কষ্টের পরিচয় আপনকার নিকটে কিছু দিতে পারিনাই কিন্তু আপনার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছি আমাকে এইবার যুদ্ধেপাঠাইয়া নমকের পরিচয় লইতে হইবেক এইরূপ অনেক প্রকার মিনতি করায় বাদসাহ তুষ্টহইয়া রোস্তমকেকহিলেন আমি বুঝিলাম বরজু তোমার সন্তান বটে, ইহা কহিয়া বরজুকে যুদ্ধে যাইতে আজ্ঞা করিলেন, তখন বরজু কয়খোছরোকে ছেলামকরিয়া অশ্বারূঢ় হইয়া আফরাছিয়াবের নিকট যুদ্ধ করিতে গেল; বরজুকে দেখিয়া সে রাগত হইয়া কহিল, ওরে দুরাত্মা আমি কি তোকে আমারসঙ্গে যুদ্ধকরিতে প্রতিপালন করিয়াছিলাম তুই কৃসক ছিল তোর পিতার নাম জানিস্ না আমি আনিয়া প্রতিপালন করিয়া যুদ্ধ শিখাইয়া প্রধান করিলাম এখন আমার সম্মুখে যুদ্ধ করিতে আসিতে তোর লজ্জা হইলনা বরজু কহিল আমাকে আনিয়া তুমি যুদ্ধশিখাইয়াছ তাহাসত্য বটে কিন্তু আমি সেপাহি লোক যখন জাহার নিকটে থাকি তখন তাহার পক্ষহইয়া ও তাহার শত্রুর সঙ্গেতাহার আজ্ঞায় সেই শত্রু যদি তাহার পিতা কিম্বা সহোদর, ভ্রাতা হয়; কিম্বা

আমার পিতা ও ভ্রাতা সত্রুরের সেনা থাকে তাহাকেও নষ্ট করিতে হয় সেপাহির এইধর্ম্ম, আমি এখন কয়খোছরোর অধিন তুমি তাহার সত্রু বিশেষতঃ তুমি অতি দুরাত্মা আপন সহোদর আগরিরছ ও ছিয়াওস তোমার জামাতা এইদুই জনকে তুমি বিনা অপরাধে বধ করিয়াছো; কয়খোছরোর পিতা ছিয়াওস সেই কয়খোছরোর আজ্ঞায় তাহার পিতৃসত্রু তুমি তোমার মাথা কাটিতে আসিয়াছি। এই সকল দুর্ব্বাক্য শ্রবণে আফরাছিয়াব রাগান্বিতহইয়া বরজুকে একতির মারিল সে তীর বরজুর সরিরে প্রবেশ করিল বরজু তীরখাইয়া গদা লইয়া আফরাছিয়াবকে মারিতে চলিল তাহা দেখিয়া আফরাছিয়াব এক স্থানে নাথাকিয়া চারিদিগে ভ্রমণ করিয়া তির মারিতে লাগিল, তখন বরজুও তির নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল আফরাছিয়াবের তির শেষ হইল তখন গদা লইয়া ধাবমান হইল তাহা দেখিয়া হোমান কহিল হে বাদসাহ তুমি গদা যুদ্ধে বরজুকে পারিবেনা ? বরজু অতি বলবান্ অনা আসে তোমাকে নষ্ট করিবে; আর বরজু তোমার সম যোগ্য নহে ইহার সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করা যুক্তি বিরুদ্ধ; যে হেতু তুমি ইহাকে মারিলে একজন নিস্নামি সামন্য সেপাহিকে মারিবা মাত্র। ঈশ্বর এমন নাকরুণ যদি বরজু তোমাকে মারে তবে তুরানের দেশ ও বাদসাহি সমভুম হইবেক। কয়খোছরো তোমার সমযোগ্য তাহার সহিত যুদ্ধ হইলে আমি বারণ করিতাম না, আফরাছিয়াব কহিল এ কথা যথার্থ কিন্তু বরজু এখন কয়খোছরো অপিক্ষা আমার প্রবল সত্রু হইয়াছে কারণ ইহাকে আমি বন হইতে আনিয়া পুতিপালন করিয়া একজন

প্রধান করিলাম এখন আমার সঙ্গেযুদ্ধ করিতে আসিয়াছে এ কোন মতে সহ্য হয়না। তোমার অনেক বুঝাইয়া বাদসা হকে বরজুর সহিত যুদ্ধে ক্ষেন্ত করিয়া আপনি সকল সেনা সঙ্গেলইয়া বরজুকে এককাসীন চতুর্দ্দিগে বেষ্টন করিল তাহা দেখিয়া রোস্তম ফরামোরজকে লইয়া বরজুর সাহায্যার্থে অগ্রসর হইল, এবং কয়খোছরো আপন সৈন্য লইয়া সেই স্থানে আইলেন ইহা দেখিয়া আফরাছিয়াব ভয়ে পলায়ন করিল, তখন কয়খোছরো জয়ি হইয়া ইরানেযাত্রা করিলেন রোস্তম কয়খোছরোকে অনেক মিনতিকরিয়া কহিল আমার আলয় অতি নিকট একবার অনুগ্রহ করিয়া পদার্পণ করিতে হইবেক, কয়খোছরো সম্মত হইয়া রোস্তমের বাটিতে আইলেন; পরে জাল ও রোস্তম বাদসাহকে অনেক উপঢৌকন প্রদানানন্তর আহারাদি করাইয়া পরে রোস্তম কহিল আমি বৃদ্ধ হইয়াছি আমার পুত্র ফরামোরজ ও পৌত্র বরজু ইহারা দুইজন সর্ব্বদা নিকটে উপস্থিত থাকিবেক আপনি যখন জে আজ্ঞা করিবেন তাহা করিবেক, আমি বৃদ্ধ বাঞ্ছা করি ঘরে বসিয়া আসির্ব্বাদে নিযুক্ত থাকি কিন্তু যখন আমাকে স্মরণ করিবেন শ্রুত মাত্র নিকট পৌছিয়া যথা সক্তি কর্ম্ম করিব, কয়খোছরো এতদ্বাক্যে তুষ্টহইয়া গওব ও হরি এবংনিমরোজ এইতিন দেশ রোস্তমকে, ফরামোরজ, বরজুকেদিলেন কিয়ৎ দিবস রোস্তমের আলয়ে থাকিয়া জাল ও রোস্তমকে অনেক সমাদর করিয়া তাহারদিগের সমীপে বিদায় হইয়া আপন রাজধানি ইরানে আসিয়া পরমসুখে রাজ্যকরিতে লাগিলেন

পুন যুদ্ধে পিরানওএছা ও হোমানের ॥

আফরাছিয়াব তুরানে আসিয়া ভাণ্ডার হইতে সেনাগণকে অনেক ধন দিল আর অনেক নূতন সেনা চাকর রাখিল; কয় খোছরো এই সংবাদ শুনিয়া গোদরজকে কহিলেন এইবার যুদ্ধে তোমার দিগের পরিশ্রম করিতেহইবে কারণ রোস্তমকে এবার কেন দেয়া হইবেকনা, তখন গোদরোজ তুছ ও গেও ও বেজনকে লইয়া তাবত সেনা ও সেনাপতিদিগকে সঙ্গে লইয়া তুরানে যাত্রা করিল, এবং ফরামোরজকে কহিলেন তুমি হিন্দুস্থানের অধিন দেশ সকল শাসিত করিয়া চিন ও খোতন এই দুই দেশ অধিকার করিয়া তূরানে আসিয়া গোদরজের সহিত মিলিত হইয়া আফরাছিয়াবকে আবদ্ধ করিবা ইহা কহিয়া ফরামোরজকে হিন্দুস্থানে পাঠাইলেন আফরা-ছিয়াব শুনিল যে গোদরজ অনেক সেনা সঙ্গে করিয়া যুদ্ধ করিতে তূরানে আসিতেছে; এই প্রযুক্ত হোমানকে অনেক সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধে পাঠাইল। আর পিরানওএছাকে হোমানের সাহায্যার্থে অনেক সেনা সঙ্গেদিয়া তাহার পশ্চাৎ পাঠাইল, যখন উভয় পক্ষের সেনায় সাক্ষাত হইল হোমান রণস্থলে উপস্থিত হইয়া যোদ্ধাগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিল গোদরজ বেজনকে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন, তখন দুইজনে তির; তলওয়ার, গদালইয়া কিয়ৎকাল যুদ্ধকরিয়া পরিশেষে বেজন হোমানকে শূলে বৃদ্ধ করত ভূমেফেলিয়া মস্তক ছেদন করিল তদ্দৃষ্টে হোমানের সেনাগণ ভঙ্গ দিয়া পিরানওএছার নিকটে গেল; পিরানওএছা পুত্রশোকে কাতর হইয়া, অনেক

রোদন করিল। কিঞ্চিৎ কাল পরে সকল সেনা একত্র করিয়া গোদরজের সহিত যুদ্ধকরিতে আইল, গোদরজ আপন সৈন্য গণকে লইয়া পিরানওএছার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বহুদিবস পর্য্যন্ত উভয় পক্ষীয় সেনায় যুদ্ধ হইতে লাগিল। গোদরোজ কয়খোছরোকে একপত্র লিখিলযে হোমান মারা পড়িয়াছে এখন পিরানওএছা অনেক সেনা সহযোগে আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছে অতএব আপনি রোস্তমকে সেনা সমভিব্যাহারে আমার সহায্যর্থে পাঠাইবেন; কয়খোছরো গোদরজের এই পত্র পাইয়া অনেক সেনা গোদরজের নিকট পাঠাইলেন আর রোস্তমকে লিখিলেন যে তুমি গোদরজ সাহায্যর্থে তরানে জাইবা ক্রামগত দুইবৎসর পর্য্যন্ত গোদরজের সহিত পিরানওএছার ক্রমাগত যুদ্ধ হওয়াতে উভয় পক্ষীয় সেনা বিনষ্ট হইতে লাগিল, আর ইরান ও তুরান দুই বাদসাহ সর্ব্বদাই সৈন্য পাঠাইতে লাগিল। রোস্তম তুরানে আগতহইবার পূর্ব্বে গোদরজ পিরানওএছাকে সংহারকরিলে তাহার সেনাগণেরা ভয়পাইয়া সকলে পলায়নকরিল। আফরাছিয়াব পিরানওএছার সহায় জন্য আসিতেছিল পথি মধ্যে ঐ সকল পলায়িত সেনা সঙ্গে সাক্ষ্যাত হইলে তাহারা কহিল যে গোদরজের সহিত পিরানওএছা যুদ্ধ করিয়া মারা গিয়াছে। আফরাছিয়াব পিরানওএছার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মৃতুবৎহইয়া ভূমেপড়িল, কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে চৈতন্য পাইয়া অনেক রোদন করিয়া কহিল আমার বাদসাহি আর থাকিবেনা পিরানওএছা ও তাহার পুত্র হোমান এই দুইজনে রোস্তমের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করিয়া এতদ্রাজ্য রক্ষা করিয়া

ছিল আর তুরানে এমত বলবান্ কেহনাই যে রোস্তমকে যুদ্ধে পরাজয় করে, আফরাছিয়াব এইরূপ অনেক বিলাপ করিয়া সৈন্যমধ্যে এমত দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিল যে আমি যে পর্য্যান্ত পিরানওএছার হন্তাকে নামারিব সেপর্য্যান্ত আমার আহার নিদ্রা বিশ তুল্য হইল ॥

কয়খোছরোর নিকটে সয়দার গমন ॥

আফরাছিয়াব পিরানওএছার ও হোমানের ও আপনার সমিভ্যারি এইতিন সৈন্য একত্রিত করিয়া আপন পুত্র সয়দাকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধ করিতে আইল, এখানে কয়খোছরো পিরানওএছার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আপনি অনেক সেনা সঙ্গে লইয়া জয়হুন নদীপার হইয়া তুরানের অন্তপাতি দেশ ছমরকন্দ ও বোখারা ও অন্য অন্য অনেক নগর অধিকার করিয়া আপন পক্ষীয় লোক রাখিয়া আপনি রণস্থলে আইলেন। আফরাছিয়াব তাহা শুনিয়া সয়দাকে অনেক সেনা সঙ্গেদিয়া যুদ্ধে পাঠাইল, কয়খোছরো এইকথা শুনিয়া কয়কাউছের জামাতা লহরাস্প তাহাকে কয়খোছরো পুত্র তুল্য স্নেহকরিত অশীতি সহস্র সেনা সঙ্গেদিয়া সয়দারসহিত যুদ্ধে পাঠাইল, এমত সময়ে রোস্তম আসিয়া কয়খোছরোর নিকট পৌঁছিল কয়খোছরো রোস্তমকে কহিলেন যে লহরাস্প বালক তুমি ইহার পৃষ্টপূরক থাক, রোস্তম স্বীকার করিল, আফরাছিয়াব রোস্তমের আগমন সংবাদ শুনিয়া আর এক লক্ষ সেনা আনাইয়া আপনিও সয়দার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইল, পরে সয়দাকে দূতস্বরূপ কয়খোছরোর নিকটে কহিয়া

পাঠাইল আমি তোমার মাতামহ তুমিআমার দৌহিত্রতোমার আমার যে সম্বন্ধ ইহাতে এরূপ সত্রুতাকরা অনোচিত অত এবতুমি যে রূপ স্নেহ পাত্র তদনুরূপ থাক তোমার যতধন ও রাজ্য লইতে বাঞ্ছা থাকে তাহা আমি দিতেপ্রস্তুত আছিএবং আমার এক পুত্রকে তোমার নিকটে রাখিব কিন্তু তুমি কখন মনেএরূপ জ্ঞান করিবানা যেআমি যুদ্ধে ভিত হইয়া এরূপ কহি লাম কেবল তুমি আমার সন্তান বলিয়া স্নেহপ্রযুক্ত কহিতেছি নতুবা আমার এত সৈন্য আছে যে চিরকাল তোমার সঙ্গে যুদ্ধকরিতে পারি; আর যদি সন্ধিকরা মতনাহয়তবে আমার পুত্র সয়দার সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করিবা, সৈন্যদিগের অনর্থক নষ্ট করিবার আবিশ্যক নাই, যদি তুমি সয়দাকে মারিতে পার তবে তুরানের বাদসাহি তোমার হইবে আমি রাজ্য অভিলাস ত্যাগ করিয়া কোনস্থানে বসিয়া ঈশ্বরের ভজনা করিব। তদ নন্তর সয়দাকে গোপনে কহিল যদি কয়খোছরোর সঙ্গে কথপ কথন করিবার সময় যদি কয়খোছরোকে নষ্ট করিতে পার তবে আর কোন উৎপাত থাকেনা, এই রূপ কহিয়া সয়দাকে কয়খোছরোর নিকট পাঠাইল। পরে সয়দা কয়খোছরোর সমীপে আইলে কয়খোছরো যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল? সয়দা উপরোক্ত সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া কহিবায় কয়খোছরো কহিল আপনি অদ্যবাসায় গিয়া বিশ্রামকর আমি বিবেচনা করিয়া ইহার উত্তর পাঠাইব। সয়দা এই কথা শুনিয়া আপন বাসায় গমন করিল। কয়খোছরো সভাস্ত সকল লোককে কহিলেন

যে আমি সয়দাকে সীঘ্র বিদায় করিলাম তাহার কারণ এই তাহার মুখ চক্ষু দেখিয়া আমার বোধ হইল যেএখনি আমাকে নষ্ট করিবেক, আমাকে আফ্রাছিয়াব কহিয়া পাঠাইয়াছে যদি সন্ধি করি তবে অনেক ধন ও রাজ্য দিবেক আর যদি তাহা নাকরি তবে সয়দাব সঙ্গে যুদ্ধ করিতে কহিয়াছে; অতঃএব আমার যুদ্ধের সজ্জা ও অস্ত্র সকল আনীত কর এখনি আমি সয়দার সহিত যুদ্ধ করিতে জাইব; রোস্তম প্রভৃতি সরদারেরা কহিল এ অনোচিত কর্ম্ম; কারণ আফরাছিয়াব আপন পুত্রকেএইছল করিয়া পাঠাইয়াছে যদিসয়দা তোমাকে মারে তবে ইরান তাহার হস্তগত হইবে আর তুমি সয়দাকে মারিলে সে কখন রাজ্যত্যাগ করিবেনা বরঞ্চ রাগত হইয়া যুদ্ধ করিবে কেবল তোমাকেছলে কৌসলে মারিতে সয়দাকে পাঠাইয়াছে, আফরাছিয়াব আপন পূত্রের নিমিত্ত কখন ভাবনা করেনা পরদিন কয়খোছরো সয়দাকে অনেক সমাংদর করিয়া কহিলেন তোমার পিতা যেং কথা কহিয়া পাঠাইয়াছেন তাহার উত্তর আমি পশ্চাত পাঠাইব আপনি এইক্ষণে বিদায় হও, সয়দা কহিল আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলাম; কয়খোছরো কহিলেন অদ্য থাক কল্য তোমার সহিতযুদ্ধ করিব। পরে এই বিবরণে পত্র লিখিলেন যে তুমি আমাকে অনেক ধন ও দেশ দিব রলোভ দেখাইয়াছ তাহাতে আমার প্রয়জন নাই আমি কেবল আমার পিতৃ সত্রুকে মারিব আপনি জানিবেন; এবং তোমার পুত্র সয়দা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রাথনা করিয়াছে কল্য তাহার সঙ্গে যুদ্ধকরিব তাহাতে যাহার কপালে যাহাঘটে তাহাই

হইবে এই পত্র কারনের হস্তে দিয়া কহিলেন তুমি সয়দাকে জানাইয়া তাহার লোক লইয়া আফরাছিয়াবের নিকটে যাত্রাকর; কারণ ঐ পত্র লইয়া সয়দার নিকট পুন উপস্থিত হইলে সে কহিল কল্যআমার সঙ্গে কয়খোছরোর যুর্দ্ধ হইবে তুমি অদ্য থাকযুর্দ্ধ শেস হইলে তথায় পাঠাইব ॥

কয় খোছরোর সহিত সয়দার যুর্দ্ধ ॥

কারণ আসিয়া কয়খোছরোকে এই কথা জানাইল পরদিবস প্রাতে সয়দা যুর্দ্ধ সজ্জা করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইল এখানে কয়খোছরো যুর্দ্ধসজ্জা করিয়া উক্তস্থানে আইলে সয়দা কহিল তোমায় আমায় মল্লযুর্দ্ধ করি অস্ত্র যুর্দ্ধেরআবিশ্যক নাই, ইহা কহিয়া তখন উভয়ে কিঞ্চিৎকাল মল্লযুর্দ্ধ করিলেন কিন্তু সয়দা কোন প্রকারেই কয়খোছরোকে ভূমে ফেলিতে পারিল না, কয়খোছরো সয়দাকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া খঞ্জর দ্বারা তাহার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া আজ্ঞা করিলেন যে সয়দার দেহ বাদসাহি রিতীমত কফন বাক্সতে রাখিয়া আফরাছিয়াবের নিকটে পাঠাইয়া দেও পরদিবস কারণ পত্র লইয়া আফরাছিয়াবের নিকট উপস্থিত হইয়া কয়খোছরোর পত্র দিল সেই সময়ে সয়দার সমভিব্যাহারি লোকেরা আসিয়া সয়দার মৃত্যুসংবাদ শুনাইল; আফরাছিয়ার অনেক বিলাপ ও রোদন করিলেন পরে তাবত সৈন্য সঙ্গে করিয়া কয়খোছরোর সহিত যুর্দ্ধ করিতে যাত্রা করিল কারনের সঙ্গে আলাপ করিলনা; আফরাছিয়ার আসিয়া কয়খোছরোর সেনাগনের, সহিত অতি ঘোরতর যুর্দ্ধ করিল

তাহাতে রক্তের স্রোত চলিল উভয়েরঅনেক সেনা নষ্ট হইল পরিশেষে কয়খোছরোর যুদ্ধে জয় হইবায় তুরানের সরদারেরা আফরাছিয়াবকে ধৃত করিয়া লইয়া পলায়ন করিল ॥

আফরাছিয়াবের মৃত্যু।

পরদিবস কয়খোছরো যুদ্ধে জয়যুক্ত সংবাদ কয় কায়ুছকে লিখিলেন আপনি সসৈন্য হইয়া আফরাছিয়াবকে ধরিবার নিমিত্ত্য তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া যখন চিন দেশে পৌছিলেন তখন চিনের বাদসাহ অনেক সৈন্য দেখিয়া ভীত হইয়া উপঢৌকন স্বরূপ নানারত্ন পাঠাইল, কয়খোছরো তাহার দূতকে কহিলেন তোমার বাদসাহ আফরাছিয়াবকে যদি এখানে আশ্রয় দেয় তবে আমি তাহার বাদসাহি সহিত তাহাকে নষ্ট করিব, চিনের বাদসাহ এইকথা শুনিয়া আপন দেশে ঘোসনা করিল যে কেহ আফরাছিয়াবকে স্থানানা দেয়, আ র যদি কোনস্থানে লুকাইয়া থাকে সন্ধান করিয়া তাহাকে ধৃতকরে। আফরাছিয়ায় এই ঘোসনা শুনিয়া অতিভিতহইয়া বনমধ্যে পলায়ন করিল কয়খোছরো ইহা শুনিয়া ঐ বনে প্রবেশ করিল। আফরাছিয়াবের সঙ্গে যেং লোকছিল তাহারাও ক্রমে আফরাছিয়াবকে পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে লাগিল, আফরাছিয়াব নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল কয়খোছরোও তাহার পশ্চাৎ২ ধাব মান হইল ক্রমে আফরাছিয়াব একাকি হইয়া এক পর্ব্বতের গুহার মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। সেই পর্ব্বতের কিছু দূরে হোম নামক ফরেদুঁর সন্তান একজন; আফরাছিয়াব তাহার যে যৎ

কিঞ্চিৎ রাজ্য ও ধনাদিছিল তাহালইয়া তাহাকে দেশ হইতে দূর করিয়া ছিল, সেইব্যক্তি আফরাছিয়াবের ভয়েএক গুহায় থাকিয়া ঈশ্বরের ভজনাকরিত এবং আফরাছিয়াবের অমঙ্গল প্রার্থনা সর্ব্বদা করিত, রাত্রিকালে হোম ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিল যে এখানে কেক্রন্দনকরে তাহার অনুসন্ধান করিতে চলিল, সেই শব্দানুসারে তাহার নিকটে গিয়া শুনিল রোদন বদনে কহিতেছে এখন আমার তুরানের বাদশাহি কে লইল আর সেনাপতি সকল কোথায় গেল, আমি একাকি এই পর্ব্বতের গুহার মধ্যে রোদন করিতেছি। এই কথা শুনিয়া হোম জানিল যে আফরাছিয়াব ব্যতিত অন্যের একথা নহে, ক্রমে সেই গুহার দ্বারে গিয়া স্পষ্ট শব্দ শুনিয়া নিশ্চয় জানিল যে আফরাছিয়াব বটে, তখন কিছু নাকহিয়া আপন গুহাতে আসিয়া নিদ্রা গেল। প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সেই গুহার দ্বারে আসিয়া কহিল হে পৃথিবীর বাদসাহ? গর্ত্ত হইতে বাহিরে আইস আমাকে তোমার সহায় নিমিত্তে ঈশ্বর পাঠাইলেন, এই কথা শুনিয়া আফরাছিয়াব আনন্দিত হইয়া মনোমধ্যে চিন্তা করিল বুঝি ঈশ্বর আমার প্রতি অনুকূলহইয়া কোনমহাত্মাকে আমার সাহয্যার্থে পাঠাইয়াছেন; হৃষ্টচিত্তে গুহা হইতে বাহিরেআইলে হোম তাহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তকে এক মুষ্টিকাঘাত করিল, তখন আফরাছিয়াব বিস্মিত হইয়াকহিল যে ঈশ্বর তোমাকে আমার সাহায্যার্থে পাঠাইয়াছেন কহিলে তবে আমাকে অকারণ কেন মুষ্টিকাঘাত করিলে তুমি কে এবং কোথা হইতে এই বন মধ্যে আইলে? হোম কহিল তুমি আমাকে

এখন চিনিতে পার না; আমি ফরেদুঁর সন্তান আমার নাম হোম তুমি আমার রাজ্য লইয়া আমাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলা তদবধি আমি এই পর্ব্বতে থাকিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট অহরহ প্রার্থনা করিতেছি শীঘ্র তোমার সর্ব্ব নাশ হউক; ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া এতদিনে অদ্য আমার মানস পূর্ণ করিলেন ইহা কহিয়া পুনরায় প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে উভয়ে অনেকক্ষণ মল্লযুদ্ধ করিল, কিন্তু আফ-রাছিয়াব বৃদ্ধ তাহাতে অনাহারি পথ শ্রমে; ভাবনায়; ভয়ে; দুর্ব্বল হইয়াছিল। হোম যুবক তাহাকে ভূমে ফেলিয়া তাহার দুই হস্ত বন্ধন করিয়া কহিল তুই কাহার সহিত যুদ্ধে হারিয়া এখানে আসিয়াছিস তাহা বল; আফরাছিয়াব আপনার সমু দয় বৃতান্ত হোমকেকহিল হোমতাহাশুনিয়া আফরাছিয়াবকে টানিয়া কয়খোছরোর সমীপে লইয়াযায় তখন আফরাছিয়াব কহিতে লাগিল যে আমাকে কয়খোছরোর নিকট না লইয়া তুমি এইখানে নষ্ট কর হোম তাহা নাশুনিয়া আফরাছিয়া বকে কয়খোছরোর নিকট লইয়া চলিল, পথমধ্যে হোমকে অনেক মিনতি করিতে লাগিল তাহাতে হোম আফরাছিয়া বের বন্ধন শৈথিল্য করিয়া দিল যখন এক নদীর তীরে উপ স্থিতহইল তখন আফরাছিয়াব হোমের হাত হইতে পলাইয়া ঐ নদী মধ্যে পতিত হইয়া জলস্তম্ভন বিদ্যা দ্বারা জলমধ্যে লুকাইয়া রহিল। হোম ঐ নদীর ধারে ধারে জল মধ্যে তত্ত্ব করিতে লাগিল;এই সময় গোদরজ ও গেও সেই স্থান দিয়া আইতেছিল তাহারা হোমকে তপস্বির ন্যায় জল মধ্যে কিছু অন্বেষণ করিতেছে দেখিয়া কহিল ওহে তপস্বি তুমি জল

মধ্যে কি অন্যাসন করিতেছ, সে কহিল আমার নাম হোম কয় বংশোদ্ভব আমার যথা সর্ব্বস্য আফরাছিয়াব লইয়া দেশ হইতে দুর করিয়া দিয়াছিল এ নিমিত্ত আমি অমুক পর্ব্বতের এক গুহার মধ্যে ঈশ্বরের আরাধনা করিতাম আর আফরা-ছিয়াবের সর্ব্বনাশ প্রার্থনা করিতাম, ঈশ্বর আমাকে অনকুল হইয়া আফরাছিয়াবকে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন, গতো রাত্রে আমি যে স্থানে থাকিতাম সেইখানে আফরাছিয়াব উপস্থিত হইয়া এক গুহায় বসিয়া রোদন করিতেছিল, আমি তাহা শুনিয়া সেইখানে গিয়া তাহাকে চিনিয়া তাহার হস্ত বন্ধন করিয়া কয়খোছরোর নিকট লইয়া জাইতে ছিলাম এইখানে আসিয়া আমার হস্ত হইতে পালাইয়া এই নদীর জল মধ্যে লুকাইয়াছে তাহাকেই তত্ত্ব করিতেছি, গোদরজ ও গেও এই কথা শুনিয়া সীঘ্র জাইয়া কয়খোছরোকে কহিল কয়খোছরো ইহা শুনিয়া সেইস্থানে আসিয়া সমস্ত কথা হোমের নিকটে জ্ঞাত হইয়া করছেওজকে আনাইয়া তাড়না ও দুর্ব্বাক্য কহিতে লাগিল তখন চিৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল তাহা শুনিয়া আফরাছিয়াব জল হইতে ভাসিয়া অনেক খেদ ও রোদন করিতে আরম্ভ করিল এইসময়ে হোম কমন্দ ফেলিয়া আফরাছিয়াবকে জল হইতে তটে আনিয়া কয়খোছরোর নিকটে সমর্পণ করিলে কয়খোছরো তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিলেন পরে করছেওজকে দুইখণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন তৎপরে সেখান হইতে ত্বরানে গিয়া তথায় নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া রোস্তমকে অনেক ধন রত্ন বস্ত্র হয় হস্তি দিয়া সমাদর পূর্ব্বক জাবলস্থানে পাঠাইয়া

আপনি ইরানে আইল, কয়কাউছ ইহা শুনিয়া অগুসর আসিয়া কয়খোছরোকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া কহিল যে অদ্য আমার ছিয়াওসের শোক নিবারণ হইল, এখন আমাকে ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া অনিত্য সংসার হইতে নিত্যস্থানে লউন, কিছুদিন কয়কাউছ ভজনাদি করিয়া স্বর্গে যাত্রা করিলেন, কয়কাউছ একসত পঞ্চাস বৎসর বাদসাহি করিয়া স্বর্গে জান; তদনন্তর কয়খোছরো নিষ্কণ্টকে ইরানের তক্তে বসিয়া প্রজাদিগের প্রতিপালন ও ইরানের ও তুরানের ব্যক্তিদিগকে দানে মানে সন্তোষ করিয়া পরম সুখে বাদসাহি করিতে লাগিলেন ॥

সহরাস্পর বাদসাহি কয়খোছরোর অদর্শণ ॥

কয়খোছরো ষাষ্টিবর্ষ বাদসাহি করিয়া সমস্ত কর্মের ভার মন্ত্রিগণকে অর্পণ করিয়া আপনি দিবারাত্র একান্তচিত্তে ঈশ্বরের ভজন সাধনে মন নিবেশ করিলেন। প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকল ও মন্ত্রি বর্গ একত্র হইয়া বাদসাহকে কহিল আপনি এক প্রহর কাল রাজকর্ম্ম করুণ অবশিষ্টকাল ভজনা করুণ তাহাতে তিনি কহিলেন এক মন হইতে দুই কর্ম্ম হইতে কিরূপে পারে আর পৃথিবীর সুখ দুঃখ সকল ভোগ করিয়া এইক্ষণে বিরক্ত হইয়া ঈশ্বরারাধনায় মন সংযোগ করিয়াছি এখন তিনি যদি কৃপা করুণ এই বাঞ্ছা এই যে অনিত্য সংসার ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গিয়া পরম সুখে বাস করি এই কথা শুনিয়া সকলে বিমর্ষ হইয়া জাল ও রোস্তমকে সমস্ত বিবরণ বিস্তারিত করিয়া লিখিল যে বাদসাহ সকল কর্ম্ম

ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন স্থানে একা দিবা রাত্র বসিয়া থাকেন আমরা কিছু বুঝিতে পারিনা অনুভব হয় ইরানের দুর্ভাগ্য অতি ত্বরায় ঘটীবেক, আপনারা দুইজনে পত্র পাঠ এইস্থানে আসিয়া বিবচনা করিয়া জাল ও রোস্তম এই পত্র পাইবা মাত্র তৎক্ষনাৎ যাত্রা করিয়া ইরানে আসিয়া কয়খোছরোর সহিত সাক্ষ্যাৎ করিবার নিমিত্ত্যে সংবাদ পাঠাইল কয়খোছরো ইহা শুনিয়া ঐ দুইজনকে সেই নির্জ্জন স্থানে ডাকাইয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারাকহিল ইরানের বাদসাহির কোন ভয়ানক সমাচার লোকমুখে শুনিয়া আপনকার নিকট জানিতে আসিয়াছি। কয়খোছরো কহিলেন এই অনিত্য সংসারে আমার বিরক্তী জন্মিয়াছে পরকালের কর্ম্ম কিছু করিব; জাল কহিল পরকালের কর্ম্ম পৃথিবীতে দান দ্বারা যেমত হয় এমত জপ, তপ; ভজন সাধনে হয় না, কয় খোছরো কহিল সে কথা সত্যবটে কিন্তু আমি আর মনুষ্যকে দেখিতে ইচ্ছা করিনা পরম পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রেম আমার মনে এমত উদয় হইয়াছে যেঅন্য কোনকর্ম্মে আরমনঃ সংযোগ হয়না; এবং গত্তো রাত্রে আমার কর্ণে একদৈববাণি প্রবিষ্ট হইয়াছে যে শীঘ্র আমাকে নিত্যধামে জাইতে হইবে ইহা শুনিয়া রোস্তম নিরব রহিল জাল কহিল যদি আজ্ঞাহয় তবে আমিও আপনকার সত্তাঙ্গি হইয়া ঈশ্বরারাধনা করি আপনার সংসর্গে থাকিলে আমারোও পরকালে ভাল হইতে পারেবাদসাহ কহিল আমি এখানে আর থাকিব না কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া যে পরমেশ্বর আমাকে প্রাণদান করিয়া

ছেন তাঁহাকে প্রাণ অর্পণ করিব। জাল ও রোস্তম এই কথা শুনিয়া রোদন করিয়া বাহিরে আইলেন, তাহারদিগের প্রমুখাত ইহা জ্ঞাত হইয়া সকলে বিস্তর রোদন করিতে লাগিল পর দিবস প্রাতে কয়খোছরো নিজালয় হইতে বাহিরে আসিয়া অপারণ সাধরণ ব্যক্তিকে ডাকাইয়া সকলের সম্মান করিয়া কহিলেন আমার কপালে পৃথিবীর সুখ দুঃখের ভোগ জাহা ছিল তাহা হইল এইক্ষণে তোমারা সকলে ধৈর্য্য হও আমি যেমত ২ কহি তাহার অন্যথা কেহু করিবানা; আর যে যেমত কর্ম্ম করিয়াছ তাহার পুরস্কার করি তোমারা সকলে গ্রহণ কর ইহা কহিয়া বাটি হইতে বাহির হইয়া নগর প্রান্তে শিবির স্থাপন করিয়া ধন রত্ন বস্ত্রাদি আনাইয়া যথাযোগ্য ব্যক্তিদিগকে সপ্তাহ পর্য্যন্ত দানদ্বারা তুষ্ট করিলেন, এতদ্রূপ দান করিলেন যে ইরান রাজ্য ভিক্ষুক রহিল না, পরন্ত পিতৃহিন বালক ও অনাথা দিগেরপ্রতি এমত নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন যে কোনমতে তাহারদিগের ক্লেশ নাহয়। তাহার পর কয়কাউছের জামাতা লহরাস্পকে ইরানের তক্তে বসাইয়া অভিষেক করিয়া সকল সরদারকে কহিলেন তোমরা যে রূপ আমার অজ্ঞাবহ থাকিতে সেইরূপ লহরাস্পের নিকটে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিবা; অপরন্ত জাল ও রোস্তমকে জাবল, ও কাবল, নিমরোজ, এই তিন রাজ্য পূর্ব্বে জীবনোপায়ের নিমিত্তে দিয়াছিলেন সেই সকল দেশ তাহারদিগের একেবারেই দানকরিলেন, আর গেওকে প্রধান সেনাপতি করিলেন, তুছকে খোরস্থ নিরাজ্যদিলেন, কাউছের পুত্র ফরামোরজ সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিত্বপদে অভিষিক্ত করিয়া

কহিলেন তুমিসর্ব্বদা লহরাস্পের সমীপে থাকিয়া সৎপরামর্শ প্রদান করিবা যাহাতে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন হয় তাহা করিবা, লহরাস্পকে আমি আপন পুত্র তুল্য জানি ইরানের বাদসাহের উপযুক্ত পাত্র; ইহা শুনিয়া সরদারেরা পরস্পর কহিলেন কয়কাউছের পুত্র ফরেমোরজ থাকিতে জামাতাকে বাদসাহ করা অনোচিত কর্ম্ম, জাল কহিল তোমরা কেন গোল মাল করিতেছ বাদসাহ বিবেচনা করিয়া জাহাকে উপযুক্ত জ্ঞান করিয়াছেন তাহাকেই উত্তরাধিকারি করিয়াছেন তাহাতে তোমার দিগের কোনকথা কহিবার আবিস্যক নাই কয়খোছরো একথা শুনিয়া সমস্ত সরদারকে আপন নিকটে ডাকিয়া কহিলেন ফরেবোর্জ হইতে বাদসাহি কর্ম্ম সম্পন্ন হই বেনা আমি তাহা বিবেচনা করিয়া উত্তরাধিকারি করিয়াছি, লহরাস্প কুলে সিলে দানে মানে বুদ্ধে যুদ্ধে সর্ব্বাংসে উত্তম তাহা আমি বিধিমতে বিবচনা করিয়া বাদসাহিতে অভিষিক্ত করিয়াছি, সকলে এইকথা কয়খোছরোর মুখে শুনিয়া সুস্থির হইলেন। তাহার পর সরদারদিগকে কহিলেন গতো রাত্রে আমাকে ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে যে এই নগর প্রান্তে যে পর্ব্বত তাহার উপর এক সরোবর আছে সেই সরোবরে স্নান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে, অতএব তোমার দিগের নিকটে আমি বিদায় হইলাম তোমরা সকলে আপন২ আলয়ে গমন কর; ইহা শুনিয়া কতক গুলীন মনুস্য স্বস্থানে প্রস্থান করিল তখন বাদসাহ পদব্রজে ঐ পর্ব্বতোদ্দেশে গমণ করিলেন এক দিনের পথ অবধি সরদারেরা ও আর২ অনেক লোক সঙ্গে গেল, পর দিবস কথক দূর গিয়া জাল ও রোস্তমকে বাটি

জাইতে আজ্ঞাকরিলেন তাহারা রিদায় হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল; পণ্ডিত ও বিজ্ঞসকলে কহিতেলাগিল ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রাণাপণে পদব্রজে জাইতে এপর্য্যান্ত দেখা দুরে থাকুক কর্ণে কেহ কখন শুনে নাই, তদনন্তর ফরেবোর্জ গেও; তুছ, কেস্তুহমকে বিদায় করিলেন তাহারা না শুনিয়া বাদসাহর সঙ্গে চলিল. যখন পর্ব্বতোপরি সরোবরের কুলে গেল বাদসাহ সেই সরোবরে স্নান করিয়া সঙ্গিগণকে কহিলেন বিচ্ছেদের সময় অত নিকট হইল আপনারা সীঘ্র প্রস্থান কর তাহারা এই বাক্য নাশুনিয়া দণ্ডয়মান রহিল পুনরায় বাদসাহ কহিলেন আপনারা সীঘ্র এখান হইতে গমন কর নতুবা অবিলম্বে ঝড বৃষ্টী বরফে সকলে প্রাণ হারাইবে, এই কথা কহিয়া পুনরায় বাদসাহ সরোবরের নিকট গিয়া অদর্শন হইলেন কেহ বাদসাহকে দেখিতে নাপাইয়া অনেক রোদন করিল কথক লোক তথা হইতে বাটীতে গমন করিল, ফরাবোর্জ কহিল কিঞ্চিৎ আহার করিয়া সকলে বাটী জাই ইহা কহিয়া জাহা সঙ্গেছিল সকলে আহার করিতে বসিলেন এই সময়ে ঘোর অন্ধকার হইয়া ঝড বৃষ্টি ও বরফ অতিসয় পডিতে লাগিল তাহাতে ফরেবোর্জ; তুছ, গেও, ও বেজন এই চারিজন সরদার ও আর ২ অনেক লোক সেই বরফের দ্বারা তাহারদিগের প্রাণ বিয়োগ হইল অত্যহপ ব্যাক্তি জাহারা কিছু দুরে ছিল তাহারা পালাইয়া আইল, গোদরজ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আসিয়া পথিমধ্যে সকলের অপিক্ষা করিয়াছিলেন তাহারদিগের অনেক বিলম্ব দেখিয়া লোক পাঠাইল সে কথক দূর গিয়া যে দুইচারিজন আসিতেছিল তাহার নিকটে বরফের কথা

শুনিয়া সকলে আসিয়া গোদরজকে সমস্ত ঝড বৃষ্টি ও বরফে চাপা পড়িয়া মরা গিয়াছে কহিল গোদরজ রোদন করিয়া তথা হইতে ইরানে আপন বাটিতে আইলেন ॥

আফরাছিয়াব বাদশাহর জলমধ্যে মগ্ন হইয়া থাকাও কয়খোছরো তাহার ভ্রাতাকে দণ্ডকরিলে ও দুর্বাক্যকহিলে আফরাছিয়াব জল হইতে উঠিলে তাহাকে নষ্ট করেণ তৎপরে কয়খোছরো কিঞ্চিৎকাল বাদশাহি করিয়া প্রকাশ করিলেন যে পরমেশ্বর আমাকে শৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নিকটে গমন করিব বলিয়া অহিক শুখ ত্যাগ করিয়া একপর্ব্বতোপরি গমন করিয়া অদর্শণ হইলেন, তাঁহার সঙ্গে অনেক প্রধানেরা গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলে কথকদূর থাকিতে ফিরিয়া আইলেন; ঐ সকল প্রধানদিগের মধ্যে কেবল ফরেবোরজ, তুছ; গেও, ও বেজন এই চারি ব্যক্তি মাত্র সঙ্গে ঐ পর্ব্বত পর্য্যান্ত জাইয়া তাহারা ও হিম মধ্যে মগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেণ ইহাতে পষ্ট বোধ হইতেছে যে হিন্দুদিগের মহাভারথ গ্রন্থ ও মোছলমান দিগের শাহানামা পুস্তক এক গ্রন্থ উভয়ে আপন২ ভাসায় রচনাকরিয়া ব্যক্তিদিগের ভিন্ন্য২ নাম দিয়া বর্ণ্ণনা করিয়াছেন; দুর্য্যোধন জলে মগ্নছিল তাহাকে দুর্ব্বাক্য দ্বারা জল হইতে উত্তোলন করিয়া পাণ্ডবেরা নষ্ট করিলেন; আফরাছিয়াব জলেমগ্নছিল তাহাকে ও দুর্বাক্য দ্বারা তুলিয়া কয়খোছরো নষ্ট করিলেন, পরে পাণ্ডবেরা কিছু কালরাজ্য

ভোগ করিয়া স সরিরে স্বর্গারোহণ করিয়া কেবল মহারাজা যুধিষ্ঠির স সরিরে স্বর্গে গমন করেণ, ভিম; অর্জ্জুন; নকুল সহদেব, হিম মধ্যে মগ্নহইয়া প্রাণ ত্যাগ করেণ; সাহনামাতে ও সেই রূপ কেবল কয়খোছরো পর্ব্বতোপরি গমন করিয়া অদরশণ হণ; আর করেবোরজ; তুছ, গেও, বেজন এই চারি ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত মত হিম মধ্যে মগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেণ কিন্তু এই দুই গ্রন্থ এক কালিন কি এক গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে তাহা দৃষ্টে আর এক গ্রন্থ হয় ইহা এইক্ষণে বিবচনা করিয়া প্রকাশ করা অতি শুকঠীণ বিজ্ঞ পাঠক বর্গেরা জাহার দিগের দুই সাস্ত্র অর্থাৎ হিন্দ দিগের বাঙ্গালা সাস্ত্র ও মোহলমান দিগের পারস্য সাস্ত্র দৃষ্টি আছে তাহারা দুই গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম অর্থাৎ কুরু পাণ্ডব হিন্দ সাস্ত্রের ও আফয়াছিয়াব, কয়খোছরো পারস্য সাস্ত্রের অক্য করিলে এক গ্রন্থ নিসন্দেহ বোধ হইবে তবে নাম ও প্রকরণ সকল ভিন্য ২ নাকরিলে হটাৎ দৃষ্টেএক গ্রন্থ বোধ হইবে এ নিমিত্ত্যে আপন সাস্ত্রেরমত উভয়েইবর্ন্ন্ণা করিয়াছেন; কি মধিকং ॥

লহরাষ্প বাদসাহের বিবরণ ॥

লহরাষ্প তক্তে বসিয়া সর্ব্বদা দানদ্বারা বন্ধু বান্ধবকে ও গুণী গণকে সন্তোষ করা ও সদ্‌বিচার দ্বারা প্রজাপাসন করাতে সকলেই তাহার বসিভুত হইল; লহরাষ্পের চারি পুত্র তাহার মধ্যে কাউছের কন্যা হইতে দুই পুত্র তাহারদের নাম আরদসির ও নবাহআষ্প; অন্য স্ত্রী হইতে দুই পুত্র তাহাদের নাম গোস্তাষ্প ও জজির; গোস্তাষ্প অত্যন্ত বলবান; বুদ্ধিমান; সিষ্ঠ বিদ্যান. আর রাজ চিহ্ন তাহার সরিরে প্রকাশ ছিল কিন্তু লহরাষ্প কাউছ পক্ষির সন্তানদিগের অধিক স্নেহ করিত এনিমিত্ত্য গোস্তাষ্প কিছু দুখিত থাকিত এক রাত্রে লহরাষ্প গোস্তাষ্পকে কিছু কটু কাটব্য কহিল এজন্য আর দুঃখিত হইয়া আপন বন্ধু বর্গ কথক গুণীন সঙ্গে লইয়া হিন্দুস্থান দেশে যাত্রা করিল। লহরাষ্প পরদিন শুনিয়া জজিরকে এক সহস্র অশ্বারোহি সৈন্যসঙ্গে দিয়া পাঠাইলেন; জজির গোস্তাষ্পের নিকটে পৌছিয়া অনেক বিনয়বাক্যে বাটিতে আসিতে কহিল গোস্তাষ্প কহিল পিতা আমারদিগের দুই ভ্রাতকে দেখিতে পারেননা কাউছ পক্ষিয় সন্তানে অধিকস্নেহ সেখানে আমারদিগের থাকায় অপমান; জজিরকহিল পিতার নিকটে মান অপমান তুল্য আপনি এবার বাটিতে চল গোস্তাষ্প কহিল তোমার অনুরোধে এবার যাইব যদি আমাকে পিতা উত্তরাধিকারি করেণ তবে থাকিব নত্তবা স্থানন্তরে জাইব জজির ইহা স্বীকারকরিয়া গোস্তাষ্পকে বাটীতে আনিল কিছু দিন পরে লহরাষ্প কাউছ পক্ষিয় সন্তানকে উত্তরাধিকারি করিবার মানস করিল ॥ ॥ ৩০ ॥

গোস্তাস্প ইরাণ হইতে রোমদেশে গমন বিবরণ ॥

গোস্তাস্প তাহা জ্ঞাত হইয়া অতি দুঃখিত হইয়া একাকী রাত্রিযোগে পালাইয়া রোমদেশে গমন করিলেন, নরায় জরিরকে অন্বেষণ করিতে পাঠাইল জরির কিয়ৎ কাল নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া গোস্তাস্পের অনুসন্ধান নাপাইয়া আসিয়া বাদসাহকে কহিল। গোস্তাস্প কয়েক দিবস পরে রোমদেশে পৌছিয়া কোনস্থানে থাকিয়া কালযাপন করিলেন, সঙ্গে যে ধনছিল তাহা ব্যায় হইলে আহারের কষ্ট হইলে তখন কয়ছর রোমের বাদসাহর দেওয়ান দপ্তরেগিয়া কোন কর্ম্মের প্রার্থণা করিলে তাহারা কহিল আমারদিগের অনেক লেখক আছে কিছুদিন অপেক্ষা কর উপস্থিত মতে বিবেচনা করিব গোস্তাস্পের অদ্য ভক্ষ অসংস্থান অপেক্ষা করিতে নাপারিয়া একজন লৌহকারের দোকানে উপস্থিতহইয়া কহিল তোমার মজুর রাখিবার প্রয়োজন থাকে তবে আমি থাকিতে প্রস্তুত আছি; লৌহকার তাহাকে বলবান্ দেখিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করিল যখন তাহার হস্তে হাতুডিদিল গোস্তাস্প এমত জোরে নেহাইর উপর হাতুডি মারিল যে নেহাই ও হাতুডি উভয় চুর্ণ হইয়া গেল; কর্ম্মকার তাহা দেখিয়া ভীত হইয়া কহিল ওহে যুবক; তোমার বলদ্বারা নেহাই ও হাতুডি রহিলনা চুর্ণ হইল তবে তোমাকে রাখিলে আমারকর্ম্ম কিপ্রকার হইবেক তুমি অন্যত্রে কর্ম্মের সন্ধান কর; গোস্তাস্প সেস্থানহইতে দুঃখিত অন্তঃকরণে কথক দুর গিয়া দেখিল যে একজন কৃষি ক্ষেত্রে

দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাহার নিকটে গিয়া বসিল; সেই কৃষক তাহাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলে গোস্তাম্প লোহ কারের দোকানের বিবরণ কহিল; সেশুনিয়া আপন বাটিতে লইয়া আহারাদি করাইয়া; জিজ্ঞাসা করিল তোমার নিবাস কোথায় এবং কাহার পুত্র কোন বংশিয় কি নাম বিশেষ করিয়া কহ? গোস্তাম্প কহিল আমি ফরেদুর সন্তান কয় বংশীয় লহরাস্পের পুত্র ইরানে নিবাস গোস্তাম্প নাম, কৃষি কহিল আমি ও ফরেদুঁরসন্তান হে সঙ্গর বংশ ভবে তোমায় আমায় এক বংশোদ্ভব হইলাম তুমিআমার বাটীতে থাক ক্রমে গোস্তাম্পের সহিত তাহার প্রণয় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; কিছূদিন তাহার বাটীতে থাকেন পরেঈশ্বরগোস্তা-ম্পের প্রতি অনুকূল হইলেন তাহার বিবরণ এই ॥

রোমদেশে গোস্তাম্পের বিবাহ ॥

কয়ছর রোমের বাদসাহের এই নিয়ম ছিল যখন তাহার কন্যা বিবাহ যোগ্যা হইত তখন সে দেশে যেং বাদসাহ জাদা ও প্রধান লোকের সন্তান থাকিত সকলকে নিমন্ত্রন করিয়া আপন বাটীতে সভা করিয়া সেই কন্যাকে ঐ সভায় আনয়ন করিয়া তাহাকে কহিত এইসকল যুবক বাদসাহজাদা ও প্রধান লোকের সন্তান সভাস্ত হইয়াছেন ইহার মধ্যে তো-মার যাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয় তাহার হস্তে ফুল দেও এই সময়ে কয়ছর রোমের এক কন্যা কতাউন নাম্নি বিবাহ যোগ্যা হইয়াছিল এনিমিত্ত্য পূর্ব্বোক্ত মত সভা করিয়া কতাউনকে আনিয়া পাত্র দেখিয়া ফুল দিতে অনুমতি করিলেন

কিন্তু কতাউন পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিল যেতোমার পিতার রাজ্য মধ্যে এই চিহ্ন যুক্ত এক যবক পুরুষ আসিয়াছে ইরানের বাদসাহ হইবে সেই তোমার স্বামী। কতাউন সভায় আসিয়া স্বপ্ন চিহ্ন কোন পুরুষের অঙ্গে না দেখিয়া কাহার হস্তে ফুল নাদিয়া ক্ষুন্নমনা হওত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল কয়ছর রোম রাগাসক্ত হইয়া কহিলেন সকল বাদসাহ জাদা ও প্রধানদিগের সন্তান যাহারা আমার জানিত ছিল তাহার দিগকে আনিলাম তন্মধ্যে কোন পুরুষকে কতাউন বিবাহ করিল না, অতএব নগর মধ্যে ঘোষনা কর যে বাদসাহের কন্যার স্বয়ম্বরা নিমিত্তে পুনরায় সভা কল্য হইবেক, যদি এতদ্রাজ্যে কোন বাদসাহ জাদা এদেশস্থ কিম্বা অন্য দেশীয় প্রকাশ্য রূপে অথবা প্রচ্ছন্নভাবে থাক তবে কথিত সভায় আসিয়া উপস্থিতহইবা। পরদিবস যখন নগর মধ্যে ঘোষনা দিতেছিল দৈবায়ত্ত সেই সময়ে গোস্তাস্প কৃষকের সঙ্গে নগর দেখিতে আসিয়া ঐ ঘোষনা শ্রবণ করত কৃষকারককে কহিল অধুনা আমারা দুইজনে সভা সন্দর্শনে জাই, কৃষক কহিল আমিপষ্টজানিতেছি বাদসাহেরকন্যা তোমাকে বিবাহ করিবেক, ইহা কহিয়া হাস্য বদনে দুইজনে রাজ বাটিস্থ স্বয় ম্বরীয় সভায় চলিলেন। বাদসাহের কন্যা আপন দাসীকে কহিল যেসকল ব্যক্তি সভায়আগমন করিবেন তাহারদিগ্যে অনেক কাল দ্বারের নিকেট ছল ক্রমে রাখিবা আমি প্রাসাদ হইতে দেখিব, দাসী দ্বারে গিয়া কোন ছল দ্বারা সকলকে এক একবার দ্বার প্রান্তে দণ্ডয়মান রাখিয়া কিঞ্চিৎ পরে ছাডিতে লাগিল; যখন গোস্তাস্প কৃষিরসমভিব্যাহারে রাজ

দরবার উপস্থিত হইল দাসী তাহারদিগ্যে ঐ একরূপ রাখিল, বাদসাহজাদী অট্টালিকা হইতে গোস্তাম্পের সরীর মধ্যে দগ্ধ চিহ্ন দেখিয়া আনন্দিতা হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া গোস্তাম্পের হস্তে ফুলঅর্পণ করিল; কয়ছররোম গোস্তাম্পকে অতি বে পরিচ্ছেদ ও দুখির ন্যায় দেখিয়া রাগতহইয়া, আপন কন্যাকে বধ করিতে উদ্যতো হইলে সভাস্থ সকলে কহিল ধৈর্য্য হও তোমার কুল নিয়ম কন্যা স্বয়ম্বরা হইবেক তাহাই হইয়াছে, তোমার কুলধর্ম্মরক্ষা হইল ইহাতে ঈশ্বর মঙ্গল করিবেন। কয়ছর সাম্য হইয়া কহিল ইহার পরিচয় জানিয়া আইস। একজন গোস্তাম্পের নিকটে গিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবায় সে আপনার সমুদয় বিবরণ কহিল, কয়ছররোম তাহার বাক্যে বিশ্বাষ নাকরিয়া মিথ্যাজ্ঞ্যান করিলেন, কিন্তু আর ২ সকলে তাহার কথা বার্ত্রা শুনিয়া ও আকার প্রকার দেখিয়া সত্যজ্ঞানকরিল কয়ছররোম কহিল অদ্যাবধি আমি এ নিয়মে আর কন্যার বিবাহ দিবনা আমি বিবচনা করিব পরে। কয়ছররোম, আপন আলয়ের কিঞ্চিৎদূরে একবাটিতে জামাতা ও কন্যাকে রাখিলেন, সেই স্থানে এক ক্ষুদ্র নদীর পারে একবন ছিলসর্ব্বদা ঐ নদী পারহইয়া বনেগিয়া স্বীকার করিয়া আনিত; তাহাহইতে যৎকিঞ্চিৎ নাবিককে দিত ইহাতে নাবিকের সহিত অত্যন্ত প্রণয় হইল। কিছুদিন পরে মরবিন নামক একজন কয়ছর রোমের আত্মিয়, কয়ছরকে কহিয়া পাঠাইল যেআপনার দ্বিতিয়কন্যা বিবাহেরযোগ্য হইয়াছে আমার সহিত বিবাহ দেও; কয়ছর রোম জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ পূর্ব্বেরনিয়ম মতদিয়া দুখিতহইয়া সে নিয়ম উল্লঙ্ঘন

করিয়া মানস করিয়াছেন যে কেহ কোন উৎকট কর্ম্ম করিবে তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিব, মরবিনের দূতকে কয়ছর কহিল অমুক বনে এক অতি বৃহদ্‌ব্যাঘ্র আছে আমার অনেক গ্রাম নষ্ট করিয়াছে সেইব্যাঘ্রকে যদি মরবিন মারিতে পারে তবে তাহাকে কন্যাদানকরিব। কয়ছর রোমের সে ব্যাঘ্রকে মারা অতি দুষ্কর বোধছিল মরবিন একথাশুনিয়া নিরাশা হইয়া কহিল কয়ছর রোম আমাকে কন্যাদিবেকনা এই ছল করিয়াছে কয়েক দিন পরে খেয়াঘাটার নাবিক তাহার নাম হসোয় মরবিনকে কহিল যে সম্প্রতি যে যবক কয়ছর রোমের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে সেঅতি বলবান্ এই নদি পার বন মধ্যে গিয়াসর্ব্বদা গোর খর ধরিয়া আনে যদি তুমি তাহাকে আপন মানস জ্ঞাত কর তবে সে অনায়াসে ব্যাঘ্র মারিতে পারিবেক, মরবিন এই কথা শুনিয়া হসোয়ের সঙ্গে রাত্রিকালে গোস্তাস্পের বাটিতে গিয়া আপন বিষয় জ্ঞাত করিল গোস্তাস্প কহিল আমার প্রাণ দিলে যদি তোমার উপকার হয় তাহাও আমি করিতে স্বীকৃত আছি; পর দিন তিন জনে উক্তস্থানে গিয়া মরবিন ও হোসয় বনের নিকটে রহিল গোস্তাস্পএকা বন মধ্যে ব্যাঘ্রের সম্মুখে গিয়া দেখিল হস্তিতুল্য একব্যাঘ্র সয়ন করিয়া রহিয়াছে; গোস্তাস্প তাহাকে দেখিয়া অতি শীঘ্র দুইতির তাহার মস্তকেমারিবায় সেই ব্যাঘ্র কাতর হইয়াও বেগেআসিয়া গোস্তাস্পকে চপেটাঘাত করিল তাহাতে গোস্তাস্পের কিছু হইলনা, সেইসময় গোস্তাস্প এমত তলওয়ার মারিল যে ব্যাঘ্র দুইখণ্ড হইয়া পড়িল, তখন গোস্তাস্প আসিয়া ঐ দুইজনকে কহিলে তাহারা গিয়া ব্যাঘ্র

দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করত গোস্তাস্পকে অনেক প্রশংসা
করিয়া কহিল এমৎ বৃহৎ ব্যাঘ্রকে একা কি প্রকারে মারিলে
কিন্তু আপনি একথা এইক্ষণে প্রকাশ করিলে আমার বিবাহ
হইবেক না গোস্তাস্প কহিল এ অতি সামান্য কর্ম্ম ইহাকি
প্রকাশ করিবার যোগ্য যে প্রকাশ করিব। পরে মরাবিন
কয়ছর রোমের সন্নিধানে আসিয়াকহিল আপনি যে ব্যাঘ্রকে
মারিতে কহিয়াছিলেন আমি তাহাকে মারিয়াছি এখন আপ
নার কন্যার সহিত আমার বিবাহ দেও, কয়ছর রোম পর
দিবস কতিপয় সেনা সঙ্গেলইয়া ঐ বনেগিয়া দেখিল যে সেই
ব্যাঘ্র কাটা পড়িয়া রহিয়াছে তাহা দেখিয়া কহিল এ কর্ম্ম
তোমা হইতে হইয়াছে এ কোন মতে আমার বিশ্বাস হয় না
আহউক তুমি মারিয়াছ কহিলে আমিও কহিয়াছিলাম এই
ব্যাঘ্রকে যে মারিবে তাহার সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দিব
পরে মরাবিনের সঙ্গে দ্বিতিয়কন্যার বিবাহ দিল; তাহার কিছু
দিন পরে কয়ছর রোমের আর এক কন্যা বিবাহ যোগ্যা
হইলে আহরণ নামক একজন প্রধান লোক বিবাহ করিতে
চাহিল কয়ছর তাহার দূতকে কহিলেন অমুক পর্ব্বতের
নিকটস্থ বনে এক বৃহৎ অজাগর সর্প আসিয়া সেখানকার
অনেক মনস্যকে নষ্ট করিতেছে আহরণ যদি সেই অজাগর
সর্পকে মারিতে পারে তবে তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিব
আহরণ ইহা শুনিয়া অতি চিন্তাযুক্তহইয়া মরাবিন যে প্রকারে
ব্যাঘ্র মারিয়াছিল তাহারঅনুসন্ধান পাইয়া হনোয়রকে কহিয়া
তাহাকে সঙ্গেলইয়া গোস্তাস্পের সম্মুখে গিয়া অনেকপ্রশংসা
করিয়া আত্ম বিষয় জ্ঞাপন করিলে গোস্তাস্প তৎ ২ বনে

অঙ্গিকার করিয়া কহিল যে একখান দীর্ঘ তলওয়ার তাহার দুই দিগে ক্ষুদ্র ২ ফলা বসান থাকিবেক এমত এক তলওয়ার নির্ম্মাণ করাইয়া আন; সে সেইরূপ এক তলওয়ার লইয়া গোস্তাম্পকে দিলে গোস্তাম্প ঐ তলওয়ার ও তির ধনুক ও আর আর অস্ত্র লইয়া আহরণকে সঙ্গে করিয়া সেই পর্ব্বতোপরি উপস্থিত হইলে আহরণ কিঞ্চিৎদূরেথাকিয়া দেখাইয়া দিল; গোস্তাম্প নিকটস্থ হইয়া দেখে যে অতিবৃহদ এক অজাগর পড়িয়াআছে অজাগর গোস্তাম্পকে দেখিয়া গর্জ্জন করত মুখব্যাদান করিল তখন ঐ সর্পের মুখহইতে অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল, এবং গোস্তাম্পকে গ্রাস করিবার মানসে চলিল তখন গোস্তাম্প তিরমারিতে আরম্ভকরিয়া ক্রমেপিছে হটিতে লাগিল, ক্রমেচাল্লিশতির অজাগরকে মারিলতাহাতে সর্প কিছু দর্ব্বলহইবায় গোস্তাম্পসেই দীঘ দ্বীধারা তলওয়ার এক দীঘ কাষ্টেতে বাধিয়া সর্পের নিকট আইসে সর্প মুখ বিস্তার করিয়া গোস্তাম্পকে গিলিতে আইল সেই সময়ে ঐ তলয়ার তাহার মুখ মধ্যে প্রবেশ করাইল, সর্প ঐ তলওয়ার ক্রোধভরে পুনঃ ২ চর্ব্বণ করিতে লাগিল তাহাতে সর্পের মুখ ক্ষেত বিক্ষাত্তু হইয়া অবসন্ন হইলে তখন গোস্তাম্পঅন্য তলওয়ার দ্বারা অজাগরকে দুই খণ্ড করিয়া কাটিল। ঐ সর্পের শুকরের ন্যায় দুইপাৰ্শে দুইবৃহৎ দণ্ডছিল তাহা ছেদন করিয়া লইয়া পর্ব্বত হইতে আসিয়া আহরণকে দিলেন, আহরণ গোস্তাম্পকে বিস্তর প্রশংসা করিয়া দুইজনে বাটিতে আইলেন। পর দিবস আহরণ সেই দুই খণ্ড দণ্ড লইয়া কয়ছর রোমের নিকটে গিয়া কহিল আপনি যে অজাগরকে মারিতে

কহিয়াছিলেন তাহাকে আমি মারিয়া তাহার দুইটা দন্ত আপনাকে দেখাইবার নিমিত্তে আনিয়াছি, কয়ছর তাহা দেখিয়া অতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া তৎখনাত্ত সেই পর্ব্বতে গিয়া দেখিল যে সেই বৃহদ অজাগর দুইখণ্ড হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, আহরণকে কহিল এই অজাগরকে তুমি কাটিয়াছ? সে কহিল আমি কাটিয়াছি, কয়ছরকহিল দোহাই ঈশ্বরের আমি কহিতেছি এ কর্ম্ম তোমাহইতে কখনই হয়নাই এ কোন দৈত্যের কর্ম্ম অথবা কয় বংশিয় কোন ব্যক্তি মারিয়াছে যাহইউক কে মারিয়াছে তাহা প্রকাশ হয় নাই, তুমিকহিতেছ; আমার আজ্ঞামত তুমি মারিয়াছ, অতএব তোমার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিব। পর দিবস কয়ছররোম আহরণের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলেন গোস্তাস্পের সহিত মরবিনও আহরণের অতিশয় প্রণয়হইল একদিবস গোস্তাস্পরস্ত্রির নিকট তিনচারিজন পুরবাসিনী আসিয়া ব্যাঘ্র ও অজাগর মারিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া কহিল মরবিন ও আহরণ মারিয়াছে কহে; বাদশাহ একথায় বিশ্বাস করেণ নাই; এবং এদেশস্ত লোকেও গ্রাহ্য করেন; তবে যে তাহারদিগের সঙ্গেদুই কন্যার বিবাহ দিয়াছেন তাহার কারন বাদসাহ তাহার দিগেরব্যাঘ্রও সর্প মারিতে কহিয়াছিলেন। তাহারা গিয়া বাদসাহকে জানাইল যে আমরা মারিয়াছি কিন্তু কে মারিয়াছে তাহা এপর্য্যন্ত প্রকাশ করে নাই। গোস্তাস্পর স্ত্রি কহিল ব্যাঘ্রও অজাগরকে গোস্তাস্প মারিয়াছে; পরে তাহারা একদিন কয়ছররোমের স্ত্রির নিকট গিয়া কথায় কথায় কহিল যে ব্যাঘ্রও অজা

পর তোমার জ্যেষ্ঠ জামাতা গোস্তাস্প মারিয়াছে, কয়ছরের বেগম কহিল এমত কর্ম্ম করিয়া সে অপ্রকাশ কেন রাখিল তাহারা কহিল সে একথা প্রকাশ করিলে তাহার দিগের বিবাহ তোমার কন্যার দিগের সহিত হয়না এতন্নিমিত্ত্যে প্রকাশ করেনাই, আমরা তোমারকন্যা কতাউনের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি। পরে বেগম এইকথা কয়ছররোমকে জ্ঞাতকরিলে কয়ছর তাহা শুনিয়া কহিল আমি তখনি বুঝিয়াছি এ কর্ম্ম কয় বংশির বেতিরেক অন্য হইতে হয় নাই, পরে গোস্তাস্পকে আপন বাটিতে আনাইয়া অনেক সমাদর করিলেন আর গোস্তাস্পকে প্রধান সেনাপতিত্বপদে অভিষিক্ত করিলেন॥

আলিয়াছ বাদসাহের সহিত কয়ছররোমের যুদ্ধ

কয়ছর রোম গোস্তাস্পকে সেনাপতি করিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিল যে আলিয়াছ বাদসাহ আমার অনেক দেশ বলদ্বারা অধিকার করিয়া লইয়াছে তাহা লইতে হইবেক; এই বিবেচনা করিয়া তাহাকে এক পত্র লিখিলেন যে তুমি আমার যে সকল দেশ বলেতে হরণ করিয়াছ তাহা পত্রপাঠ ছাড়িয়া দিবা নতুবা যুদ্ধের আয়োজন করিবা। আলিয়াছ বাদসাহ এই পত্র পাইয়া রাগতহইয়া আপন সেনা লইয়া কয়ছররোমের সহিত যুদ্ধে যাত্রাকরিল। কয়ছররোম এইসংবাদ পাইয়া সসৈন্য গোস্তাস্পকে যুদ্ধে পাঠাইল; আর আপনি কিছু সেনা লইয়া পশ্চাৎগামি হইল, যখন গোস্তাস্পের সহিত আলিয়াছ বাদসহার সাক্ষাত হইল গোস্তাস্প রণস্থলেআসিয়া আলিয়াছবাদসাহকে যুদ্ধেআহ্বান করিল আলিয়াছ বাদসাহ রাগান্বিতহইয়া গোস্তাস্পেরসম্মুখে আইলে গোস্তাস্প তৎক্ষণাৎ

তাহাকে শুলাঘাত করিয়া অশ্ব হইতে ভূমে ফেলিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিয়া কয়ছরের নিকট আনিল, আলিয়াছ বাদসাহের সেনা গোস্তাস্পের চতুরতা ও পুরুষত্ব দেখিয়া ভিত হইয়া পলায়ন করিল তদ্দৃষ্টে গোস্তাস্প তাহারদিগের পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইয়া খরজদেশে আলিয়াছ বাদসাহের রাজধানি ছিল সেইদেশ অধিকার করিয়া তাহার ভাণ্ডারে যে ধন ও রত্ন ছিল তাহা লইয়া পরে প্রজাগণকে স্নেহদ্বারা বসিভূত করিয়া রোমদেশে আইলে কয়ছর রোম অগ্রসর হইয়া গোস্তাস্পকে ক্রোড়ে লইয়া সমাদর করিয়া আপন বাটীতে আনিল।

ইরানের বাদসাহ স্থানে লিপি প্রেরণ।

কিয়ৎ দিবস গতে গোস্তাস্প প্রধান সেনাপতি দিগে কহিল তোমরা সকলে যুদ্ধের আয়োজন করিয়া প্রস্তুত হও ইরানের বাদসাহের প্রতি আক্রমণ করিব ইহা শুনিয়া তাহারা কহিল লহরাস্প একজন প্রধান বাদসাহ আর সেখানে রোস্তম প্রভৃতি অনেক বলবান যোদ্ধা আছে তাহার সহিত শত্রুতা করা অনোচিত গোস্তাস্প তাহারদিগকে অনেক ভৎসনা করিয়া কহিল সেখানে যে সকল বলবান আছে তাহারদিগকে আমি উত্তমরূপে জানি তাহারা আমার সমযোদ্ধা নহে; পরে গোস্তাস্প কয়ছরকে কহিল তোমার সেনাগণেরা লহরাস্পের সহিত যুদ্ধ করিতে ভীত হয় এজন্য আমি কতিপয় সেনা লইয়া ইরানে গমন করি এতৎ শ্রবণে কয়ছর হৃষ্ট হইয়া গোস্তাস্পকে আলিঙ্গন করিয়া আপন তক্তে বসাইয়া কহিল

হটাত তথায় যাওয়া যুক্তি যুক্ত নহে বরং তাহাকে এইপত্র লিখি যে ইরানের অর্দ্ধেক রাজ্য যদি আমাকে দেও তবে তোমার সহিত প্রণয় করিব নতুবা যুদ্ধকরিব, তুমি যুদ্ধের আয়োজন কর এইরূপ লিখিয়া কাবুছ নামে একজন সভাসত কে দূত স্বরূপ পাঠাইল; লহরাস্প এইপত্র পাইয়া হাস্য করিয়া কহিল হাঃ কি আশ্চর্য্য কয়ছর আলিয়াছকে মারিয়া এত অহঙ্কৃত হইয়াছে যেইরান লইতেআসিবেক, পরে কাবুছ কে কহিল কয়ছর আলিয়াছকে কাহার সহায় হাতে ও কি প্রকার মারিল; কাবুছ কহিল কয়ছরের এক জামাতা অতি বলবান প্রথমত সেএক বৃহৎ ব্যাঘ্র মারে তাহারপর এক অজাগরমারে তৎপরে আলিয়াছের সহিত যুদ্ধকরিয়া তাহার রাজ্য অধিকার করিয়াছে লহরাস্প কহিল তাহার নাম কি কাবুছ কহিল তাহার নাম গোস্তাস্প, লহরাস্প তাহাকে কহিলেন আমার সভায় সেই অবয়বের কোন লোক আছে; কাবুছ সভাস্ত সকলকে নিরক্ষণ করিয়া গোস্তাস্পের কনিষ্ঠ সহোদর জজিরকে দেখিয়া কহিল প্রায় এইব্যক্তির ন্যায় তাহার অবয়ব; তখন লহরাস্প জানিল যে তাহার পত্র এই কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছে। ক্ষণেককাল নিরব থাকিয়া কয়ছরের পত্রের এই উত্তর লিখিল যে আমাকে আলিয়াছ জ্ঞান করিও না; আর যেমত একজন বলবান পাইয়া তুমি অহঙ্কার করিতেছ তদপেক্ষা অনেক বলবান যোদ্ধা আমার নিকটে আছে অতএব পূর্ব্বাপর যেরূপ কর দিতেছ সেইরূপ পাঠাইবা নতুবা অতিশীঘ্র তোমার দেশ উচ্ছিন্ন করিব। এইপত্র কাবুছকে দিয়া বিদায় করিল। পরে জজিরকেকহিল তুমি দূত হইয়া

কয়ছরের নিকটবাও জজির তৎক্ষণাৎ রোমে যাত্রাকরিল কি-
য়দ্দিবসান্তে তথার পৌছিয়া কয়ছরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
কহিল তুমি যে রূপ কর দিয়া থাক তাহা দেও নতুবা বাদসাহ
অতি শীঘ্র আসিয়া তোমাকে রাজ্যসহিত নষ্ট করিবেন। ইরা
নের বাদসাহের সহিত তোমার সত্রুতা করা অনোচিত বরং
কিছু পূর্ব্বাপিক্ষা অল্প দিতে চাহ তাহা আমি বাদসাহকে
কহিয়া সম্মত করিব, কয়ছর কহিল ইরানের অর্দ্ধেক আমাকে
নাদিলে আমি সম্মত হইবনা; জজির উঠিয়া আপন শিবিরে
গেল; পরে রাত্রিযোগে গোস্তাস্পর বাটীতে গিয়া তাহার
সহিত সাক্ষ্যাত করিলে গোস্তাস্প দেখিয়া জজিরকে আলি
ঙ্গন করিয়া অনেক সমাদর পূর্ব্বক মাতা পিতার কুসলাদি
জিজ্ঞাসা করিলে জজির সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে কহিয়া
পরে কহিল পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন তোমাকে বাদসাহিতে অভি
ষেক করিয়া আপনি ঈশ্বরের ভজনা করিবেন কহিয়াছেন;
গোস্তাস্প শুনিয়া তুষ্ট হইল আর মাতাপিতাকে স্মরণ করিয়া
অনেক রোদন করিলতদন্তর দুইটা উত্তম অশ্ব আনাইয়া কন্তা
উনকে সঙ্গে লইয়া জজিরের সহিত ইরানে যাত্রা করিল যখন
ইরানের নিকট পৌছিল, লহরাস্প শুনিয়া সরদার সকলকে
অগ্রসার পাঠাইল; গোস্তাস্প আসিয়ালহরাস্পর পদধুলি লই-
য়া ছেলামকরিললহরাস্পগাত্রোত্থানকরিয়া আলিঙ্গন করত
অনেক রোদন করিয়া আপন তক্তের পার্শ্বে এক স্বর্ণময় তক্ত
আনাইয়া গোস্তাস্পকে বসাইয়া সভাস্ত সকলকে আজ্ঞা করি
লেন যে গোস্তাস্পকে অদ্য বাদসাহ করিলাম তোমরা সকলে
রিতীমত যৌতুক প্রদান কর, গোস্তাস্পকে বাদসাহ করিয়া

আপনি ফকিরী বেশ ধারণ করিয়া বলখ নগরে যাত্রা করিলেন, তৎকালে বলখ নগরে ঈশ্বর আরাধনার প্রধান স্থান নিরূপিত ছিল সর্ব্বত্রহইতে সেইস্থান দর্শন ও পর্যটন ও তথায় বাস করিয়া ভজনা করিতে সকল লোক যাইত যেমত ইদানীং মক্কা ও কাবার মহম্মদের আমলে জায় এই রূপ প্রসিদ্ধ ছিল; লহরাস্প একশত বিংশ্যাত বৎসর বাদশাহি করিয়া আপন পুত্র গোস্তাস্পকে বাদশাহি দিয়া বলখে গিয়া ঈশ্বরের ভজনায় মন নিবেশ করিল ॥

গোস্তাস্প বাদসাহের বিবরণ

গোস্তাস্প তক্তে উপবেশন করিয়া নিত্য মত পৈতৃক প্রজাপালন দুষ্টের দমন ও দান বিতরণ করিতে আরম্ভ করিল, গোস্তাস্পের দুইপুত্রহইল জেষ্ঠরনাম এছফন্দিয়ার, কনিষ্ঠরনাম দলেত্তেন রাখিলেন, অনেক বাদশাহ গোস্তাস্পকে কর প্রদান করিত কিন্তু আরচাস্প নাম চিনের বাদশাহ তাহার অনেক দৈত্যের সহিতপ্রনয় এবং দৈত্য সেনাছিল এনিমিত্ত গোস্তাস্প তাহাকে ভয় করিয়া মৈত্রতা করিয়াছিলেন এবং প্রতি বৎসর উপঢৌকন স্বরূপ কিছু২ তাহাকে পাঠাইত। একদিন জরদহস্ত নামক একজন কেবর (কেবর মোছলমানের শত্রুর দেষ্টা তাহাকে ইহুদি কোন মতে বলে) পণ্ডিত ও ইন্দ্রজাল ও বৈদ্যক প্রভৃতি অনেক শাস্ত্র জ্ঞাত ছিল, গোস্তাস্পের নিকট আসিয়াসাক্ষ্যাৎ করিয়া নানাপ্রকার কথপকথনে বাদসাহকে তুষ্ট করিল ক্রমেঅতিশয় প্রতিপন্ন হইল, কিছুদিন পরে জরদহস্ত ইন্দ্রজাল কিম্বা ভেল কী বিদ্যার দ্বারায় বাদসাহের পুরি

সাদৃস্থ অর্ঙ্গনে এ অপূর্ব্ব বৃক্ষ পুস্তুত করিয়া কহিল এই বৃক্ষের পত্র ভক্ষণ করিলে মনের মালিন্য থাকেনা আরফল খাইলে জ্ঞানি হয় এবং দীর্ঘ আয়ু হয়। এই সময়ে বলখ হইতে সমাচার আইল যে বৃদ্ধ বাদসাহ লহরাম্পা পিড়িত হইয়া মৃত্যু বৎ হইয়াছেন, গোত্তোম্পা জরদহস্তকে তথায় পাঠাইলেন সে বলখে গিয়া লহরাম্পকে অতি শীঘ্র আরগ্য করিয়া আইল এ নিমিত্ত্যে তাহার প্রতি অধিক শ্রদ্ধা হইল; জরদহস্ত কহিত আমি ঈশ্বরেরদূত আমার যে সকল ক্ষমতা তাহা ক্রমে দেখা হবে। বৈকুণ্ঠ ও নরক আমি দেখিয়াছি আমি আশির্ব্বাদ করিয়া বৈকুণ্ঠে পাঠাইতেপারি এবং অভিসম্ভ করিয়া নরকে পাঠাইতে পারি, স্বর্গে ও পৃথীবিতে যখন যাহা হইবে তাহা আমি পূর্ব্বাস্তু জানিতেপারি জেন্দ পাজন্দ নামে এক পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বর আমাকে অনুগৃহ করিয়া প্রদান করিয়াছেন যে ব্যক্তি সেই গৃন্থ পাঠকরে ঈশ্বর তাহাকে কৃপা করেন; গোস্তাম্প তাহার কথায় ভুলিয়া পিতৃপিতামহাদির ধর্ম্ম পথ ত্যাগ করিয়া তম্মতাবলম্বি হইল। এক দিবস জরদহস্ত কহিল তুমি চিনের বাদসাহ আরচাম্পকে কেন কর দেও ঈশ্বরের অনুগৃহ তোমাকেহইয়াছে এখনতুমি মনেকরিলেতাহা [illegible] লইতে পার; গোস্তাম্প তাহার এইবাক্য শুনিয়া আরচাম্পকে এই পত্র লিখিল যে চিনদেশ আমাকে ছাড়িয়া দেও অথবা কর দেও নতুবা তোমাকে মারিয়া চিনদেশ গৃহণ করিব; আর চাম্প এইপত্রপাইয়া ক্রোধ যুক্ত হইয়া দূতকে কহিল বুঝিসেই জরদহস্ত পাপিষ্ঠেরকথায় ভুলিয়া পৈতৃক ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছে তাহাকে কহিবা সে পাপিষ্ঠের কথা শুনিলে রাজ্যচ্যুত হইবে

পরে পত্রের উত্তর লিখিল যে তুমি জরদহস্তের বাক্য শুনিয়া নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সেই পাপিষ্টের কথায় কুপথ গামী হইয়াছ আমি তাহাকে বিশিষ্ট রূপে জ্ঞাত আছি, আমি তোমার বন্ধু এবং হিতাকাঙ্খি এতন্নিমিত্তে তোমার হিতার্থে লিখিতেছি তাহাকে পত্রপাঠ আপন দেশ হইতে দূর করিয়া ঈপত্রিক ধর্ম্ম আশ্রয় করিবা তাহাতে তোমার ঐহিক ও পারত্রিকের মঙ্গল হইবেক। আমার কথা অন্যথা করিলে অতি ত্বরায় দুইমাসপরে আমাকে সেইখানে সসৈন্য দেখিতে পাইবা এইপত্রলিখিয়া জাদুগুন্দ নামক একজন দৈত্যকে পত্রবাহক করিয়া পাঠাইল। গোস্তাস্প এইপত্র পাইয়া ভীত হইয়া আপন উজির জামাস্পকে কহিলেন যে এইপত্রের বিবেচনা করিয়া উত্তরলিখহ জরদহস্তকহিল ইহার বিবেচনা কি তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেহইবে। গোস্তাস্পের জ্যেষ্ঠপুত্র এছফন্দিয়ার কহিল আমি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি, গোস্তাস্পের ভ্রাতা জজির কহিল তুমি বালক আমি যুদ্ধে যাইব। গোস্তাস্প শুনিয়া তুষ্ট হইয়া পত্রের উত্তর লিখিল, যে তুমি লিখিয়াছ দুই মাস পরে এখানে আসিবা, অতএব তোমাকে এখানে আসিতে হইবেনা আমি তোমার মস্তক ছেদন করিতে যাইতেছি। আরচাস্প এই পত্র পাইয়া রাগত হইয়া যুদ্ধের আয়োজন পূর্ব্বেই করিয়াছিল তৎক্ষণাতসৈন্য সঙ্গেকরিয়া যুদ্ধার্থে ইরানে যাত্রা করিল ॥

চিনের বাদশাহর সহিত গোস্তাস্পের যুদ্ধ॥

আরচাস্প ইরানের নিকটস্থ হইলে গোস্তাস্প আপন সৈন্য

সুসজ্জিভূত হইতে আজ্ঞা করিলে জরদহস্ত কহিল তোমার উজির জৌতিষ বেত্তা উত্তমপণ্ডিত আমি বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর কোনপক্ষের জয়হইবে, জামাস্প উজির অনেক গণনা করিয়া বাদসাহকে বিরলে লইয়া কহিল যে তোমার ভাই; বন্ধু, আত্ম, অন্তরঙ্গ: অনেক মারা যাইবে কিন্তু তোমার জয় হইবে ইহা শুনিয়া কিছুভাবিত হইয়া পরে তিনলক্ষ সেনা সঙ্গে করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলে উভয় সেনায় ঘোরতরযুদ্ধহইল, পরে গোস্তাম্পর বৈমাত্রভ্রাতাআর দসের রণস্থলে গিয়া চিনেরঅনেক সৈন্য নষ্ট করিয়া আপনি মারাপড়িল, তদনন্তর তাহার সহোদর সবহাম্প আসিয়া অনে কক্ষণ যর্দ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। তাহার পর জাম্বাস্প উজিরের পুত্র আসিয়া চিনের অনেক সেনা কাটিয়া আপনি মরিল, তদনন্তর জজিরের পুত্র নস্ত রণস্থলে আসিয়া চিনের অনেক সেনা মারিয়া আপনি মরিল, তাহা দেখিয়া জজির অ- সিয়া চিনের বহুবিধ সেনা ও দৈত্যকে সংহার করিয়া চিনের বাদসাহ আরচাম্পকে ধরিতে গেল আরচাম্প ভিত হইয়া আ- পন সরদার দিগকে কহিল যে ইহাকে নষ্ট করিবে তাহাকে অনেক ধন ও রাজ্য দিব ? ইহা শুনিয়া বেদরফস নামক এক দৈত্য আসিয়া জজিরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জজিরকে যমা লয়ে পাঠাইল, এই কথা গোস্তাম্প শুনিয়া অনেক রোদন করিয়া জজিরেরকন্তাকে শীঘ্রনষ্টকর এইকথিয়ার গোস্তাম্পর নিকট কহিল আমি এখনি বেদরফসর ও আরচাম্প চিনের বাদসাহর মাথা কটীব; গোস্তাম্প কহিল যদি তুমি বেদরফস

কে মারিতে পার আরচাম্পকে পরাভব করিতেপার ভয়ে ইরানের বাদশাহি ও তাজ তক্ত তোমাকে দিব ইহা কহিয়া গোস্তাম্প আপনার অশ্ব ও অস্ত্রাদি দিলেন, এছফন্দিয়ার সেই অশ্বে আরোহণকরিয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইল বেদরফ্স অতি সীঘ্র ইরানের অনেক সেনা কাটিল তাহাতে সকল সেনা ভিত্ত হইয়া পালাইতে উদ্যত হইল সেই সময়ে এছফন্দিয়ার আসিয়া কঠোর সব্দ করিয়া কহিল ওরে পাপিষ্ট দৈত্য তুই আমার এত সেনানষ্ট করিলি এই তোর যমস্বরূপ আমি আইলাম, ইহা শুনিয়া বেদরফ্স সীঘ্র আসিয়া এছফন্দিয়ারকে এক তলওয়ার মারিল, এছফন্দিয়ার বাম হস্তে তাহার তলওয়ার ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে বরছি লইয়া দৈত্যের বুকে বিন্ধিয়া অশ্ব হইতে ভুমে ফেলিয়া মস্তক কাটিয়া জজিরের পুত্রকে অর্পণ করিল সে সেই মস্তক গোস্তাম্পকে দেখাইয়া পুনর্ব্বার এছফন্দিয়ারের নিকটে আসিয়া কহিল তোমার পশ্চাৎ রক্ষা আমি করিব এবং ফরসেদ নামক একজনমল্ল এছফন্দিয়ারের সমীপে আইল তখন এছফন্দিয়ার ইহার দিগে লইয়া চিনীয় সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাটিতে২ আরচাম্পর সম্মুখে চলিল গোস্তাম্প দেখিল যে ইহারা তিনজন চিনীয় সেনার মধ্যে প্রবেশকরিল তখন আপনার নিকটস্থ সেনাদিগকে এছফন্দিয়ারের সাহার্য্যার্থে পাঠাইল, যখন এছফন্দিয়ার আরচাম্পর নিকট পৌছিল আর সে দেখিল ইহার পশ্চাৎ অনেক সেনা আসিতেছে তখন ভিত্ত হইয়া পলায়ন করিল তাহার সেনার মধ্যেঅনেক মারা পড়িল কথক পলাইল কথক এছফন্দিয়ারের সরনাগত হইল, তখন গোস্তাম্প আসিয়া তাহার

ভ্রাতা ও ভ্রাতস্পুত্রাদির মৃত্যুদেহ সকল বাক্সেতে রিতীমত রাখিয়া ইরানে লইয়া চলিলেন আর জামাস্প উজিরকে কহিলেন কোন্ পক্ষের কত সেনা মারা গিয়াছে তাহার সমাচার আন, জামাস্প লোক পাঠাইয়া জ্ঞাত হইল যে ইরানের ত্রিস সহস্র লোক তাহার মধ্যে প্রধান ও মল্ল আটসত লোক, আর চিনের একলক্ষ তাহার মধ্যে এক সহস্র একসত তেসটাজন প্রধান ও মল্ল মারা গিয়াছে। পরে গোস্তাস্প জরদস্তের অতিশয় মর্য্যাদা বৃদ্ধি করত তাহাকে অগ্রে করিয়া রণ জয় বাদ্য দম করিতেং ইরানে আসিয়া এছফন্দিয়ারকে বাদসাহিতক্তে বসাইয়া রাজকর্ম্মের ভারার্পণ করিয়া উত্তরাধিকারি করিলেন আর কহিলেন এইক্ষণে তোমার বসিয়াথাকিবার বয়েস নহে সমস্ত দেশে শাসন করিয়া সকল লোককে জরদস্তের মতাবলম্বি কর এছফন্দিয়ার সীকৃত হইয়া প্রথমত রোমে আগত হইয়া আপন মাতমহ কয়ছরু রোমকে ঐ জরদ স্তের মতাবলম্বি করিতে কহিয়া পাঠাইল, তাহাতে সে অসম্মত হইল পরে এছফন্দিয়ার কহিয়া পাঠাইল যদি এমতাবলম্ব নাকর তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধকর, সে উক্ত মতাবলম্ব নাহইয়া যুদ্ধে পরাভব হইয়া বর্ণিত ধর্ম্ম গ্রহণকরিল, তৎপরে এছফন্দিয়ার তথা হইতে হিন্দুস্থানে আসিয়া তথাকার সকল লোককে ঐ মতাবলম্বি করিয়া তথা হইতে এমন দেশে উপস্থিত হইয়া ঐ মত প্রচার করিল, আর অনেক অনেক স্থানে পত্র পাঠাইয়া ঐ মত প্রচলিত করিল। এছফন্দিয়ার গোস্তাস্পকে লিখিল যে আপনকার আজ্ঞাপ্রমাণ জরদস্তের মত সকলদেশে চালাইয়াছি গোস্তাস্পপত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া সভাস্ত সকলকে

কহিলেন এছফন্দিয়ার সকল দেশে জরদহস্তর মত চালাই-
য়াছে এখন কি কর্ত্তব্য ॥

কোরজমের কুমন্ত্রনাম এছফন্দিয়ারকে
কয়েদের বিবরণ ॥

সকলে বিস্তর প্রসংশা করিয়া কহিল এখন বাদসাহের ভার যাহা দিয়াছেন সেইকর্ম্ম করা উচিত, কিন্তু কোরজম নামক একজন প্রধান গোস্তাস্প তাহাকে অতিস্নেহ করিত এছফন্দিয়ারের সহিত তাহার আন্তরিকতা প্রণয় ছিল কিন্তু প্রকাশে প্রণয় জানাইত, বাদসাহকে বিরলে লইয়া কহিল যে আমি কোন মন্দ কথা শুনিয়াছি বিনা আজ্ঞায় কহিতে পারিনা । বাদসাহ কহিল যাহা শুনিয়াছ তাহা কহ কোরজম কহিল এছফন্দিয়ার সমস্ত দেশজয় করিয়াছে তাহার অনেক সেনা হইয়াছে এবং তাবৎ বাদসাহ তাহারসঙ্গে যুদ্ধে অশক্ত হইয়া সকলে তাহার আজ্ঞাবহ হইয়াছে, আমি শুনিয়াছি এখানে আসিয়া আপনাকে কারাগারে রুদ্ধ করিয়া বাদসাহ হইবে ইহার যে কর্ত্তব্য ও মত পরামর্শ হয় তাহা বিবচনা করিয়া করিবেন । গোস্তাস্প শুনিয়া অতিম্লান হইয়া সভা ভাঙ্গিয়া তিন দিবস পর্য্যন্ত নানা প্রকার চিন্তা করিয়া চতুর্থ দিবসে জামাস্প উজিরকে একপত্র দিয়া কহিল তুমি তথায় যাইয়া এছফন্দিয়ারকে আমার নিকট আনয়নকর জামাস্প পত্র লইয়া এছফন্দিয়ারকে পত্রদিয়া কহিল বাদসাহ আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন শীঘ্র যাইতে হইবেক এছফন্দিয়ার কহিল আমি গতোরাত্রে দুস্বপ্ন দেখিয়াছি বাদসাহ আমার প্রতি রাগত হইয়াছেন জামাস্প কহিল তোমার স্বপ্ন সত্য

বটে কিন্তু দুহার কোন বিশেষ কারণ আমি জ্ঞাত নহী, এছ ফন্দিয়ার কহিল আমি তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রাণের আসা ত্যাগকরিয়া পৃথিবীর সকল বাদসাহের সহিত বিবাদ ও যুদ্ধ করিয়া তাঁহার নাম এবং জরদহস্তর মত সর্ব্বত্রে প্রচার করিলাম আমা হইতে তাহার আজ্ঞার বহির্ভূত কোন কর্ম্ম হয় নাই তবে আমার প্রতি কি নিমিত্ত রাগত হইয়াছেন পরে জামাস্পকে কহিল তুমি আমার শিক্ষাগুরু এবং বন্ধু, তোমার মত কি এখন বাদসাহের নিকট যাওয়া কর্ত্তব্য কিনা জামাস্প কহিল পিতৃ আজ্ঞা হেলন করা অকর্ত্তব্য অপর লোকের স্নেহ ও আদর হইতে পিতা যদি ঘৃনা ও অবিজ্ঞা করেন সেও ভাল; এছফন্দিয়ার কহিল আমি গেলে ক্লেশ দিবেন তবে কি প্রকারে যাই? জামাস্প কহিল পিতা পুত্রের মুখাবলোকন করিলেই স্নেহ হয় আপনার যাওয়াই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এছফন্দিয়ার সম্মত হইয়া আপনার চারিপুত্র জ্যেষ্ঠ বহমন দ্বিতিয় মেহরনোস তৃতীয় আজদ চতুর্থ নৌসাদর এই চারিজনকে ডাকাইয়া রহমনকে আপনসৈন্যের অধ্যক্ষ ও সকল কর্ম্মের ভার অর্পণ করিয়া আর তিন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গো-স্তাস্পের নিকট উজিরের সমভিব্যাহারে যাত্রা করিল। গো স্তাস্প সুভাসদ দিগে কহিল এছফন্দিয়ার এখানে আইলে আমি তোমারদিগকে জিজ্ঞাসা করিব যে পিতা বর্ত্তমানে যে পুত্র পিতা অপিক্ষা আপন নাম ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি করে তাহার কি করা কর্ত্তব্য; তোমরা সকলে কহিবা কারাগারে বদ্ধ করা কর্ত্তব্য এই স্থির করিয়া রাখিল; যখন এছফন্দিয়ার আসিয়া বাদসাহকে ছেলাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডয়মান হইল তখন বাদ

সাহ কহিল তুমি অতি বলবান্ ও বড়বাদসাহ হইয়াছ অন্যেক বাদসাহের সহিত যুদ্ধ করিয়া সকলকে পরাভব করিয়া আমা অপিক্ষা বড় বাদসাহ হইয়াছ; এছকন্দিয়ার কহিল আমি যদি সমস্ত পৃথিবীর বাদসাহ হই তত্রাপি তোমার পুত্র তোমা রিপদ ধুলির বলেই হইয়াছি, পরে বাদসাহ সভাসতদিগের কহিলেন যে পুত্র পিতা বর্ত্তমানে আপন নাম সম্ভ্রম বৃদ্ধির চেষ্টা করে তাহার কি দণ্ডকরা কর্ত্তব্য ? তাহারা পূর্ব্ব আজ্ঞা মত সকলে কহিল কারাবদ্ধ করাই কর্ত্তব্য নতুবা বাদসাহির হানি হয়, এছফন্দিয়ার কহিল আপনি অনগ্রহ করিয়া আমাকে তাজ তক্ত দিয়া অভিষেক করিয়াছেন যদি আজ্ঞা করেন তবে এখনি তাজ তক্ত ত্যাগ করিয়া নিকটে উপস্থিত থাকি; বাদ সাহ কহিল তুমি এই অধুনা ত্যাগ করিতে পারিবানা পরন্তু আজ্ঞা করিলেন এছফন্দিয়ারের হস্ত পদ লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিয়া গোম্বুজান পর্ব্বতের দুর্গ মধ্যে বদ্ধ রাখ অনুচরেরা তৎক্ষণাত সেইমত করিল, কিছুদিনপরে গোস্তাস্পশীকারের উপলক্ষ করিয়া জাবলস্তানে রোস্তমের বাটিতে গিয়া তাহার দিগকে জরদহস্তর ধর্ম্মাবলম্বী করিয়া দুইবৎসর সেই স্থানে বাস করিল। এখানে এছফন্দিয়ারের পুত্র বহমন পিতার কয়েদ হইবার সমাচার পাইয়া তাবত সৈন্যকে ত্যাগ করিয়া এছফন্দিয়ারের নিকটে আইল ॥

চিনের বাদসাহের হস্তে লহরাস্পার বিনাশ ॥

চিনের বাদসাহ আরচাস্প এছফন্দিয়ারের কয়েদহওয়া ও গোস্তাস্প জাবলস্তানে অবস্থানের সম্বাদ পাইয়া আপন

পুত্র কেহরুমকে অনেক সৈন্য দিয়া ইরান অধিকার করিতে পাঠাইল, কহরুম বলখ নগরে পৌছিয়া বলখ অধিকার করিতে উদ্ধত হইলে তথাকার সকলে লহরাস্পকে কহিল গোস্তাস্প বাদসাহ ইরানেনাই এবং এছফন্দিয়ার কারাগারেবর্দ্ধআছে আপনি চিনের বাদসাহেরসহিত যুদ্ধ করিয়া আমারদিগে রক্ষা কর; লহরাস্প কহিল আমিঈশ্বরের ভজনায় মনঃসংযোগ করিয়া অবধি বাদসাহির সকলকর্ম্ম ত্যাগকরিয়াছি। তাহরা তদ্বাক্য না শুনিয়া লহরাস্পকে যৎকিঞ্চিত সেনা দিয়া যুদ্ধ করিতে লইয়া গেল, লহরাস্প ঈশ্বরকে স্মরণকরিয়া একসহস্র সেনা সহিতে রণস্থলে আসিয়া কহরমের সঙ্গে ঘোর তর যুদ্ধ করিয়া চিনের দিগের অনেক সেনা নষ্টকরিল। কহরম তাহা দেখিয়া আপন সৈন্যগণকে বহুবিধ তিরস্কার করিয়া কহিল ইরানি একসহস্র অশ্বারূঢ় সেনার সহিত তোমরা এক লোক্যেও কিছু করিতে পারিলনা তোমারদিগে ধিক, তখন তাহারা রাগত হইয়া সকলে একত্রে লহরাস্পের সেনার উপর পড়িয়া তাহদিগকে সংহারকরিতে আরম্ভ করিল। লহরাস্পসেই সেনার গোলযোগে ঘোটক হইতে ভূমে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল কহরম তথাকার অনেক লোককে নষ্ট করিল আর অগ্নিহস্তের ভজনার যেং স্থানছিল তাহাও তহারদিগের জোন্দপাজন্দ নামে ধর্ম্ম পুস্তক ও ঐ রাজ্যের পণ্ডিত যতছিল সকল একত্র করিয়া দগ্ধ করিয়া লহরাস্পের বাটিতে প্রবেশ করিয়া ধনরত্ন আদি লইল এবং যত স্ত্রিলোকছিল তাহাদিগকেও চিনদেশে পাঠাইল, লহরাস্পের একস্ত্রি কোন প্রকারেপলাইয়া অশ্বারূঢ় হইয়া দিবা রাত্র আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জাবলস্তানে

গোস্তাস্পের নিকট পৌঁছিয়া কহিল আরচাস্পর চিনের বাদসাহের পুত্র কহরম সেনা লইয়া যুর্দ্ধ করিতে আসিয়া তোমার পিতাকে নষ্ট করণানন্তর পুরি মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাবৎ ধনাদি ও তোমার ভগ্নি এবং কন্যা প্রভৃতি যেং স্ত্রিলোক সে স্থানে ছিল সকলকে ধৃত করিয়া চিনদেশে পাঠাইয়াছে কেবল আমি একা পলাইয়া আসিয়াছি, বাদসাহ এইকথা শুনিয়া অনেকরোদনকরিয়া তৎক্ষণাত সসৈন্যে ইরানেযাত্রা করিলেন, আর রোস্তমকে সঙ্গে আসিতে কহিলেন রোস্তম কহিল আপনি অগ্রসার হও আমি পশ্চাৎ জাইতেছি ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া আপনি যুর্দ্ধে গমন করিলেন। তৎপরে রোস্তম এক পত্র লিখিয়া পাঠাইল যে আমি সারিরিক পীড়া জন্য এইক্ষণে জাইতে পারিবনা; গোস্তাস্প বলখে না পৌঁছতে কহরম পথ মধ্যে আসিয়া যুর্দ্ধ আরম্ভ করিল এবং চিনের বাদসাহ অনেক সেনা সঙ্গে করিয়া তাহার নিকট পৌঁছিল. ইরানের সৈন্য গণেরা চিনের অনেক সেনা এবং দৈত্যাদিগে দেখিয়া ভিত হইল কিন্তু অনুপায় সুতরাং যুদ্ধ করিয়া অনেক সেনা মারা পড়িল, তাহা দেখিয়া গোস্তাস্প পালাইয়া পর্ব্বতোপরি অতি বৃহৎ দৃঢ়তর এক দুর্গ ছিল তাহারমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল; জামাস্প উজিরকে কহিল এ যুদ্ধে আমার জয় কি পরাজয় হইবে তাহা গণনা করিয়া কহ? সে অনেক গণনা করিয়া কহিল এছফন্দিয়ার এ যুর্দ্ধে গমনকরিলে তোমার জয় হইবেক আরচাস্প পরাভব হইয়া পালাইবে গোস্তাস্প তৎক্ষণাত এছফন্দিয়ারকে এইপত্র লিখিল যে আমি কোন সত্রুরের কথায় তোমাকে অনেক ক্লেশ দিয়াছি

সে সকল মনে না করিয়া আমার মর্য্যাদা রাখিয়া পত্রপাঠ এখানে আসিবা বাদসাহি তোমাকে দিব ॥

এহফন্দিয়ারকে কয়েদ হইতে মুক্ত করিবার বিবরণ

এইপত্র উজিরের দ্বারা পাঠাইয়া কহিলেন তুমি তাহাকে শীঘ্র এখানে আনিবা উজিরতখন যাত্রা করিয়া গোম্বজানের দুর্গে গিয়া এহফন্দিয়ারকে পত্র দিয়া কহিল শীঘ্র জাইতে হইবে এহফন্দিয়ার কহিলআমি জাইবনা কোরজমর কথায় আমাকে কয়েদ করিয়াছেন কোরজমকে যুদ্ধ করিতে পাঠাইতে কহ সেহ তাঁহার পুত্র যদি আমাকে কয়েদ নাকরিতেন তবে আরচাস্প কদাচ আসিতে পারিতনা; জামস্প উজির কহিল তোমার পিতামহ এবং বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি অনেককে বধ করিয়াছে আর তোমার ভগ্নি প্রভৃতি বাটির অনেক স্ত্রী লোককে ধৃত করিয়া চিনদেশে পাঠাইয়াছে এবং তোমার পিতা তাহার সঙ্গে যুদ্ধে অসক্ত হইয়া পলাইয়া পর্ব্বতীয় দুর্গে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছেন যদি শীঘ্র গমন নাকর তবে তাঁহা কেও নষ্ট করিবে অতএব বিলম্ব করা উচিত নহে শীঘ্র গিয়া সকলকে রক্ষা কর । এই প্রকার অনেক বুঝাইয়া এহফন্দিয়ারকে সম্মত করিয়া তখন লৌহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া গোস্তাস্পের নিকটআনিলে গোস্তাস্প আলিঙ্গনকরিয়া আপন পার্শ্বে বসাইয়া কহিলেন শত্রুকেমারিয়া ইরানের সকলকে রক্ষাকর এবং বাদসাহি কর পরে কোরজমকে আনাইয়া এহফন্দিয়া-

রের সম্মুখে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া অনেক সেনা সঙ্গে দিয়া এছফান্দিয়ারকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। আরচাম্প এছফন্দিয়ারের আগমনের সংবাদ পাইয়া চিন্তাযুক্ত হইয়া কহরমকে অনেক সৈন্য দিয়া যুদ্ধে পাঠাইল; করগছার নায়ক এক দৈত্যের প্রধান সেনাপতি আরচাম্পকে কহিল যদি অনুমতি করেন তবে আমি ও এছফন্দিয়ারের যুদ্ধে গমন করি বাদসাহ তাহাকেও পাঠাইলেন সে আসিয়া অতি সীঘ একতির এছফন্দিয়ারের প্রতি নিক্ষেপ করে সেই তীর এছফন্দিয়ারের সাঁজওয়া ভেদ করিল কিন্তু সরিরে প্রবেশ হইলনা, এছফন্দিয়ার রাগান্বিত হইয়া পাসাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বন্ধন করত আপন সৈন্য মধ্যে আনিয়া পুনর্ব্বার সত্রুর সৈন্য মধ্যে গিয়া অনেক সেনা বিনাশ করিল আর একসত সাইটজন সৈন্যাধ্যক্ষকেও বিনাশ করিলে কহরম তাহা দেখিয়া ভয়ে আরচাম্পের নিকট পলাইয়া গেল। এছফন্দিয়ার তদ্দৃষ্টে আরচাম্পের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া সৈন্য সামন্তকে বধ করিতে লাগিল, তদ্দৃষ্টে আরচাম্প আপন সরদার দিগকে ভৎসনা করিয়া কহিল তোমরা একলক্ষ অশ্বারোহি এক এছফন্দিয়ারের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিলে না একি আশ্চার্য্য এত সৈন্যকে একজনে মারিলেক, তাহারা কহিল এছফন্দিয়ারের সরির ধাতুর ন্যায় কঠিন আমারদিগের অস্ত্র তাহার সারিরে প্রবেশ হয় না সে অস্ত্র মারিলে আমারা দগের সেনা নষ্ট হয় ইহাতে আমরা তাহার সঙ্গে কিপ্রকারে যুদ্ধ করিব; এই সময় এছফন্দিয়ারের সেনারাও আসিয়া পৌছিল, আরচাম্প তাহা দেখিয়া পলায়ন করিল। এছফন্দিয়ার তাহার পশ্চাৎ ধার

মান হইয়া সৈন্য সংহার করিতে২ চলিল আর সেনাদিগে আজ্ঞা করিল যে চিনদেশীয় সেনা প্রাপ্ত মাত্রেই বিনাশ করিবা যেন ইহারাকেহ প্রাণলইয়া দেশে জাইতে নাপারে চিনের অনেক সেনা মারা পড়িল আর জাহারা পলাইতে নাপারিল তাহারা এছফন্দিয়ারের শরনাগত হইল এছফন্দিয়ার তাহারদিগের ক্ষমা করিল, রণজয়ি হইয়া পিতার নিকট আইল গোস্তাম্প এছফন্দিয়ারকে আলিঙ্গন করিয়া সিরচুম্বন পূর্ব্বক অনেক প্রসংসা করিলেন, তিন দিবস নৃত্যগীতাদি দ্বারা সন্তোষ করিয়া পরে এছফন্দিয়ারকে কহিলেন আর-চাস্প তোমার ভগ্নি গণকে ধৃতকরিয়া লইয়া গিয়াছে যদি তাহারদিগকে সেস্থান হইতে মুক্ত করিয়া আনিতে পার তবে তোমার পুরুষত্ত প্রকাশ হয়; এছফন্দিয়ার কহিল অবস্য তাহার দিগকে মুক্ত করিয়া আনিব। পরে গোস্তাম্প কহিল তাজতক্ত লইয়া ইরানে বাদসাহি কর আমি ঈশ্বরের ভজনা করি এছফন্দিয়ার কহিল আমি তাজ তক্তের আকিঞ্চন করিনা এখন চিন দেশে জাইয়া আমার ভগ্নি গণকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া আনি; এখন ঈশ্বর আমার মনো বাঞ্ছা পূর্ণ্ণ করুণ। বাদসাহ কহিল ঈশ্বর তোমার মানস সিদ্ধ শীঘ্র করিবেন, পরন্তু এছফন্দিয়ার আর কহিল যে করগছার দৈত্যও বন্ধআছে সেমুক্তহইবার নিমিত্ত আমাকে সর্ব্বদা জানায় আর কহে বাদসাহকে জানাইয়া আমাকে বন্দিসালা হইতে মুক্ত কর আমি ভৃত্যের ন্যায় হাজির থাকিয়া সেবাকরিব-অতএব তাহাকে মুক্তকরিয়া সঙ্গেলইলে অনেকউপকার এবং চিনদেশের তাবৎসন্ধান পাওয়া জাইবে

বাদসাহ শুনিয়া ঝটিতে করগছারকে কারাকুটীর হইতে আনাইয়া এছফন্দিয়ারকে কহিলেন আমি করগছারকে তোমাকে দিলাম করগছার অনেক বিনয় পূর্ব্বক কহিল আমি তোমারদিগের সাক্ষাতে ধর্ম্মত সত্য করিতেছি কখন তোমার দিগের নিকট মিথ্যা কহিবনা; ও মন্দ চেষ্টা করিবনা বাদসাহ কহিলেন আমি তোমার অপরাধ এছফন্দিয়ারের অনুরোধে মার্জ্জনা করিলাম ইহা কহিয়া তাহার শ্রেঙ্কল ছেদন করাইয়া কিঞ্চিৎ রাজপ্রসাদ করিলেন, পরে এছফন্দিয়ার বাদসাহের সন্নিধানে বিদায়হইয়া করগছারকে লইয়া আপন গৃহে গমন করিলেন ॥

এছফন্দিয়ার ভগ্নি গণে উদ্ধারার্থে চিন দেশে গমন ॥

এছফন্দিয়ার গৃহে আসিয়া করগছারকে কহিলেন আমি যদি চিনের বাদসাহ আরচাস্পকে বিনাশকরিয়া আপনভগ্নি দিগকে মুক্ত করিয়া দেশে আনিতে পারি পরন্তু চিনের পথ ঘাটের সন্ধান জাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব তাহা সত্য ও জথার্থ কহ তবে তুমি ইরান তুরানের মধ্যে যে দেশ চাহিবা তাহা দিব, কিন্তু কোন কথা মিথ্যা প্রকাশ হইলে মস্তক ছেদন করিব; করগছার কহিল তোমার দিগের নিকটে ধর্ম্মত সত্য করিয়াছি যে তোমার দিগের সাক্ষাতে মিথ্যা কহিবনা এবং মন্দ চেষ্টা করিবনা বিশেষত তোমার অন্ন গ্রহতে আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে, তখন এছফন্দিয়ার কহিলেন চিনের রোইন কেল্লায় অর্থাৎ অষ্টধাতুতে নির্ম্মিত দুর্গে কোনপাৎর

কি প্রকারেতে যাই তাহার অনুসন্ধান জাহা জান তাহাবল, আর এস্থান হইতে কত দূর চিন দেশ? করগছার কহিল তিন পথ আছে তাহার এক পথে দুইমাসে জাওয়া জায় তাহাতে অনেক বিশ্রামস্থান ও বসতি পুকরণি ও নদী ও খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট পাওয়া জায়; আর এক পথে একমাসে জাওয়া যায় কিন্তু সে পথে বসতি ও বিশ্রাম স্থল অল্প এবং খাদ্য দ্রব্য সর্ব্বত্রে উত্তম নাই, আর এক পথে সপ্তাহে জাওয়া জায় কিন্তু সে অতি দুর্গম ও ভয়ঙ্কর পথ সাত দিনের পথে সাত প্রকার ভয়ানক বিপদ আছে শুনিয়াছি পরন্তু এ পর্য্যন্ত সে পথে কেহ গমনাগমন করিয়াছে এমত কর্ণগোচর কাহারহয় নাই

সপ্ত দিবসের পথে ওহে নরপতি।
অদ্যাবধি কেহ তাহে নাহি করে গতি॥
কর্ণে মাত্র শুনিয়াছি সাত দিনের পথ।
জিবের অগম্য মহারাজ সেই পথ॥
প্রথম দিবসে আছে ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর।
সেই পথে মনুস্যর গমন দুষ্কর॥
দ্বিতিয় দিনের পথে সিংহের নিবার।
সে পথে করিলে গতি হয় সর্ব্বনাস॥
ত্রিতিয় দিনের পথে আছে অজাগর।
সেপথের সেলে নাম গাত্রে হয় জ্বর॥
চতুর্থ দিবসে আছে দৈত্যর বসতি।
সে পথে গমন করে কাহার সকতি॥
পঞ্চম দিবসে আছে জিনোরগের বাসা।
মহারাজ ত্যাগ কর সেপথের আসা॥

বরফ কেবল আছে ছ দিনের পথে।
বরফেতে কার সাধ্য পারিবে চলিতে ॥
তপ্ত বালুকায় পুর্ণ তার পরে স্থান।
সে স্থানে কাহার সাধ্য করিবে পয়ান ॥

এছফন্দিয়ার এই সকল কথা শুনিয়া বিবচনা করিয়া কহিল ইহাতে কোন ভয় ও সন্দেহ না করিয়া ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া এই সপ্ত দিবসের পথে জাইব, মৃত্যুর নিয়ম যেস্থানে যেরূপে ঈশ্বর নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন তাহার অন্যতা কোনরূপে হইবেনা ঈশ্বর আমাদের রক্ষক তিনি রক্ষা করিবেন, অতএব সপ্তাহের পথে জাওয়া স্থির করিলাম। করগছার কহিল এপথ অতিশুকঠিন এছফন্দিয়ার কহিল ঈশ্বরের কৃপায়অতি শুগম হইবেক পরে করগছারকে কহিলেন তুমি আমারসঙ্গে জাইবে কি না? সে কহিল দুইমাসের পথে চল আমি তৎ পথের জ্ঞাত আছি বিস্তারিত করিয়া কহিব; অথবা একমা- সের পথের ও জ্ঞাত আছি কহিতে পারিব, সপ্তাহের পথের কিছুই জ্ঞাত নহি কর্ণে মাত্র শুনিয়াছি আর এ পথে অনেক বিপদ আছে এপথে জাওয়া উচিত নহে। এছফন্দিয়ার এই বাক্য শুনিয়া তাহার প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বান্ধিতে আজ্ঞা করিলেন; পরদিবস প্রাতে বাদসাহর নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া বার সহস্র সেনা লইয়া আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসোতনকে সেনাপতি করিয়া পিতার স্থানে বিদায় হইলেন তখন করগছার বাদসাহর সন্নিধানে অনেক রোদন করিয়া কহিল আমি কল্য আপনার দিগের নিকট ধর্ম্মত সত্য করি- য়াছি আমি তোমার দিগের স্থানেমিথ্যা কহিব না. এবং সদ

চেষ্টাও পাইবনা তবে পনরায় আমাকে কি নিমিত্ত্য বন্ধন করিলেন? এছফান্দিয়ার কহিল আমি হস্ত খানের পথে জাইব পাছে তুমি ভয় পাইয়া পালাও এপ্রযুক্ত বন্ধন করিয়া সঙ্গে লইয়া জাইব ইহা কহিয়া পিতার নিকট হইতে যাত্রা করিয়া বাহিরে আইলেন; করগছার কহিল আমি পদব্রজে জাইতে পারিবনা তখন তাহাকে অশ্বারোহনে লইয়া সকল সেনা সহিতে গমন করিলেন ॥

হস্তখানের পথের প্রথম দিবসের বিবরণ ॥

ক্রমেং গমন করিয়া আপন দেশেরসীমা পরিত্যাগ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করত করগছারকে কহিলেন অদ্যকার পথে কি বিপদ আছে তাহা কহ? সে কহিল হস্তির তুল্য দুইটা ব্যাঘ্র আছে; এছফন্দিয়ার আপন সরদার ও সেনাদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা ব্যাঘ্রকে দেখিবা মাত্র সকলে অনবরত তির নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত দিবস বনমধ্যে গমন করিয়া দিবাবসানে এক পর্ব্বতের ঝরনার তীরে পৌছিলেন, সেই স্থানে গিয়া দেখিলেন যে অতি বৃহদ দুইব্যাঘ্র রহিয়াছে তাহা দেখিয়া এছফন্দিয়ার সেনাদিগকে তির মারিতে কহিলেন তাহারা অনেকতির মারিল তথাপি ঐদুই ব্যাঘ্র আসিয়া অনেক সৈন্যকে আঘাতি করিল তখন এছফন্দিয়ার তলওয়ার লইয়া একটা ব্যাঘ্রকে নষ্ট করিলেন আর বসোতন এক টাকে কাটিল পরে করগাছরকে কহিলেন অদ্যকার আপদ ঈশ্বরের কৃপায় নষ্ট করিলাম, সে কহিল আমরা দৈত্য এই ব্যাঘ্রের নিকট কখন জাইতে পারিনাই তুমি মনুষ্যহইয়া কি প্রকারে মারিলে তোমার বল ও সাহস দেখিয়া আমি বিস্ময়া

পার হইয়াছি; পরে সকলে আহারাদি করিয়া সেই স্থানে যামিনী যাপন করিলেন ॥

দ্বিতিয়াদিবসের পথের বিবরণ ॥

পর দিবস প্রাতে তথা হইতে কথক দূর গিয়া করগছারকে কহিলেন অদ্যকার পথে কি বিপদ? সে কহিল দুইসিংহ আছে। দিবাবসানে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে দুইটা সিংহ দেখিতে পাইয়া বসোত্তন কহিল আমি একটাকে মারি আপনি একটাকে মারুণ এছফন্দিয়ার কহিল এ দুই সিংহ অতি বলবান ও ক্রোধ যুক্ত দেখিতেছি তুমি বালক যদি মারিতে নাপার তবে তোমাকে আঘাত কিম্বা নষ্ট করিবে অতএব আমি দুইসিংহকে একা বধ করিব ইহা কহিয়া তলওয়ার লইয়া সিংহের নিকটেগিয়া অতি শীঘ্র একটাকে এক তলওয়ার মারিল তাহাতে সেই সিংহ দুইখণ্ড হইয়া পড়িল তাহা দেখিয়া আর একটা সিংহ এছফন্দিয়ারের প্রতি ধাবমান হইয়া আঘাত করিল তাহাতে এছফান্দয়ারের সরিরে কিছু অঘাতি হইলনা; এছফন্দিয়ার ঝটীতি তাহার মস্তকে এক তলওয়ার মারিয়া দুইখণ্ড করিয়া আপন শিবিরে আসিয়া হস্ত পদধৌতকরিয়া করগছারকে ডাকিয়া কহিলেন ঈশ্বরেরকৃপায় অদ্যকার আপদ নষ্ট করিয়া আইলাম। করগছার কহিল হে বাদসাহ তোমার বল দেখিয়া আমি জ্ঞান শূন্য হইয়াছি কিন্তু কল্যকার পথে বৃহদ এক অজাগর আছে তাহার সরির পর্ব্বতের তুল্য তাহার হাঙ্গরের ন্যায় চারিটা পদ ও পক্ষির ন্যায় ডানা আছে সেইসর্প পদব্রজে অতিবেগে এবংউড্ডিয়মানহইয়া মনুষ্য ও জন্তু দেখিলে ধরিয়া আহার করে; এবং তাহার মুখ

হইতে অগ্নি নির্গত হয় সেম্ব ভভয়ানক সর্প। এছফন্দিয়ার ইহা শ্রবণ করত চিন্তাযুক্ত হইয়া বসোতনকে কহিলেন এক খান বৃহৎ শকট আনায়নকর তদপরি এক কটীর সেই কুটির মধ্য হইতে অশ চালনা করাযায় এমতরূপ শকটপ্রস্তুত কর ও বসোতন কারিকরেরদের ডাকাইয়া সেই রাত্রি মধ্যে উক্তমত রথ প্রস্তুত করাইলেন, দ্বিতিয় দিবসের পথের বিবরণ সমাপ্ত হইল ॥

তৃতীয় দিবসের পথের বিবরণ ॥

তৃতীয় দিবস প্রাতে এছফন্দিয়ার ঐ রথস্থ গৃহের প্রনালে ও চতুর্দিগে তলওয়ারের ফলা ও বরছি কয়েকটা সংযুক্ত করিয়া তাহাতে অশ্ব সংযোগ করিয়া ঘরের মধ্যে আপনি বসিয়া একবার চালনা করিতে আজ্ঞা করিলেন তাহারা সেই মত চালাইল, পরে আপনি ঐ রথ মধ্য হইতে কথক দর চালাইয়া রথ হইতে ভূমে নামিয়া কহিলেন এইরথ সাবধান পূর্ব্বক লইয়া চল, তিন প্রহরের সময়ে করগছার কহিল অজাগরের বাসস্থানের নিকটে আসিয়াছি তাহার দুর্গন্ধপাই তেছি, তাহা শুনিয়া এছফন্দিয়ার অশ্ব হইতে নামিয়া সেই রথে আরোহণ করিয়া চালনা করিতে কহিলেন; বসোতন প্রভৃতি সরদারেরা কহিল এদারুণ অজাগরের সমীপেজাওয়া মত নহে, এছফন্দিয়ার কহিল ঈশ্বর রক্ষা কর্ত্তা তিনি রক্ষা করিবেন তোমরা কোন চিন্তা করিবানা, ঈশ্বরের অনুগ্রহতে অতি সীঘ্র এ আপদকে আমি নষ্টকরিব ইহাঁ কহিয়া রথ চালাইয়া অজাগরের নিকট চলিল, যখন সেই অজাগর দৃষ্টি

গোচর হইলতখন যাহারা রথ চালাইতেছিল ওআহারা সঙ্গে ছিল তাহারা ভয় প্রযুক্ত যাইতে নাপারিয়া এছফন্দিয়ারকে কহিল; এছফন্দিয়ার তাহারদিগকে সেইস্থানে রাখিয়া আপনি কুটীর হইতে অশ্ব চালনা করিয়া অজাগরের নিকট গেলে অজাগর সম্মুখে ঘোটক দেখিয়া মুখ ব্যাদন করত সর্ব্বসহিত গ্রাস করিল; রথের চতুপার্শ্বে তীক্ষ্নাস্ত্র সংযোজিত ছিল তদ্দারা অজাগরের তালুকায় বৃদ্ধ হইলে সে কোনমতে গিলিতে পারিলনা কিন্তু সর্পের মুখ কাটিয়া খণ্ডং হইল তখন অতিসয় কাতর হইয়া অনেক যত্নে মুখ হইতে রথাদি বাহির করিয়া অবসর্ণ্ণ হইয়া পড়িল তখন এছফন্দিয়ার রথ হইতে বাহির হইয়া অজাগরের মস্তক ছেদন করিলেন, কিঞ্চিদ্বিলম্বে এছফন্দিয়ার ঐ অজাগরের বিশের তেজে অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়িলেন। বসোতন তাহা দূর হইতে দেখিয়া রোদন করিতে২ সেইস্থানে আসিয়া দেখিলেন যে সর্পকে নষ্ট করিয়া তাহার বিশের তেজে অজ্ঞান হইয়াছেন সেখান হইতে আনিয়া গোলাব দ্বারা স্নান করাইয়া নোস দারু খাওয়াইলে অনেকক্ষণ পরে তাহার জ্ঞান হইল, তখন উঠিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া প্রণামকরিলেন। এছফন্দিয়ারের চৈতন্য প্রাপ্তে করগছার অতি দুখিত হইল কারণ ইহার সঙ্গে নানা আপদ গ্রস্থ হইতে হইবেক আর যদি সকল আপদ হইতে মুক্ত হইয়া জায় তবে আপনবাদসাহের রাজ্যের সকল সন্ধান কহিতে হইবেক এই ভাবিতেছে এমত সময় এছফন্দিয়ার তাহাকে কহিলেন অদ্যকার বিপদ হইতে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিলেন এবং তাঁহার অনুগ্রহতে আমি সে

আপদকে নষ্ট করিয়াছি কল্য কি আপদ ঘটীবে তাহা বল করগছার কহিল কল্য এক দৈত্য ও তাহার স্ত্রি তাহারা নানা প্রকার জাদুজালে তাহাতে বন কে নদী নদী কে পর্ব্বত করিতে পারে তাহার দিগের সঙ্গেসাক্ষাত হইবেক, এছকন্দিয়ার কহিল দৈত্যকে অতি সহজে নষ্টকরিব তুমিকিছু ভাবনা করি নানা রাত্রে সকলে সেই খানে বাস করিলেন তৃতীয় দিবসের পথের বিবরণ সমাপ্ত হইল ॥

চতুর্থ দিবসের পথের বিবরণ ॥

চতুর্থ দিবসে অতি প্রত্যুষে গাত্রউত্থান করত সেখান হইতে গমন করিয়া সায়ঙ্কালে এক রম্যবনের সন্নিহিত উপস্থিত হইয়া শিবির স্থাপিত করিয়া রহিলেন কিঞ্চিৎকাল পরে দৈত্যস্ত্রি পরম সুন্দরির বেশ ধারনকরিয়া এছফন্দিয়ারের সম্মুখে আসিয়া কহিল আমি অমুক বাদসাহের কন্যা এক দৈত্য আমাকে ধরিয়া আনিয়া এই বন মধ্যে রাখিয়াছে আমি বোধ করি তুমি কোন বাদসাহ হইবে আমাকে ইহার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া সঙ্গেলইয়া চল; এছফন্দিয়ার কহিল সে দৈত্য কোথায় ? সে কহিল সীকার করিতে গিয়াছে এখনি আসিবে, বাদসাহ কহিল তুমি এইস্থানে অবস্থানকর ঐ স্ত্রী অবস্থিতি করিল তদনন্তর তাহার রিত চরিত্রের দ্বারা এছফন্দিয়ারের বোধহইল যে এইদৈত্যস্ত্রি জাহা করগছার কহিয়াছে, এছফন্দিয়ার কমন্দ বাহিরকরিয়া তাহাকেবান্ধিলেন, সে প্রথমে অনেক কাকুতি বিনতি করিল তাহা এছফন্দিয়ার শুনিলেন না তখন নানা প্রকার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিল তাহা দেখিয়া এছফন্দিয়ার তলওয়ার

বাহির করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিল, তাহার পর দৈত্য অতি কৃষ্ণ বর্ণ বৃহদাকার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া মুখ হইতে অগ্নি নির্গত করিয়া এছফন্দিয়ারের সৈন্যের উপর ফেলিতে আরম্ভ করিল তাহা শুনিয়া এছফন্দিয়ার তলওয়ার লইয়া তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে এক তলওয়ার মারিয়া কাটিয়া ফেলিলেন; পরে আপন শিবিরে আসিয়া করগছারকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি দৈত্যের স্ত্রি ও দৈত্য দুইজনকে বধ করিয়াছি সে কহিল তুমি সিংহ ও অজাগর মারিয়াছ দৈত্যকে মারিবা কোন আশ্চার্য্য কিন্তু কল্য অতি সঙ্কট তাহা হইতে রক্ষা পাওয়া ভার। পর্ব্বতোপরি ছিমোরগের বাসা তাহারা দুইটা সাবক লইয়া সেইস্থানে থাকে হস্তিকে পায়ের নখে বিন্ধিয়া বাসায় আনিত করে। এছফন্দিয়ার কহিল ঈশ্বর সকল আপদ হইতে উর্দ্ধার করিতেছেন তাহা হইতেও তিনি রক্ষা করিবেন ইহা কহিয়া সে রাত্রি সেই স্থানে বাস করিলেন॥ চতুর্থ দিবসের পথের বিবরণ সমাপ্ত॥

পঞ্চম দিবসের পথের বিবরণ॥

পঞ্চম দিবস প্রাতে উঠিয়া অনেক বন নদ নদী পর্ব্বতাদি উল্লঙ্ঘন করিয়া ছিমোরগ যে পর্ব্বতে থাকে সেই পর্ব্বতের নিকট পৌছিলেন তখন এছফন্দিয়ার পূর্ব্বোক্ত রথ আনাইয়া তদুপরি নানা বিধ শাণিতাস্ত্র সংলগ্ন করিয়া অশ্ব সংযোজিত করিয়া আপনি তাহার মধ্যে বসিয়া রথ চালনা করত ছিমোরগের বাসার নিকটে চলিল তখন পক্ষরাজ পর্ব্বত হইতে দেখিয়া তথা হইতে উঠিয়া ঐ রথের উপর পড়িয়া পক্ষ দ্বারা রথ ধারণ করিল তাহাতে রথোপরি যে সকল

অস্ত্র ছিল তাহাতে পক্ষর দুই পঙ্খা খণ্ড২ হইয়া গেল, তখন উভয় চঞ্চু বিস্তার করিয়া রথ মুখ মধ্যে ধরিল ঐ সকল অস্ত্র তাহার জুহ্বাতে ও তালু দেশে বিদ্ধ হইয়া রক্তাক্ত কলেবর হওত অবসন্ন হইয়া মুখহইতে রথ ফেলিয়া ভূমেপড়িল তখন এছফন্দিয়ার রথ হইথে বাহির হইয়া তলওয়ার হস্তে লইয়া ছিমোরগের মাথা খণ্ড২ করিয়া ফেলিল; তাহার জোড়া ও শাবক পর্ব্বতের উপর হইতে দৃষ্টি করত উড়িয়া পলাইল; বসোতন প্রভৃতি সকলে সেই বৃহদ পর্ব্বতাকার পক্ষ দেখিয়া বিষ্ময়াপন্ন হইয়া সকলে এছফন্দিয়ারকে অনেক প্রশংসা করিল। করগছার দেখিয়া হত বুদ্ধি হইয়া থাকিল, এছফন্দিয়ার তাহাকে কহিলেন কল্য কি উৎপাত আছে তাহা বল? সে কহিল কল্য অত্যৎকট বিপদ এ ব্যাঘ্র সিংহ সর্প পক্ষ দৈত্য নহে যে বল দ্বারা নষ্ট করিবা এস্থলে আকাশ হইতে বরফ পতিতহয় সেখানে বলও বুদ্ধির কর্ম্ম নহে, এবং সপ্তমদিবসের পথ তাহা হইতে ও কঠিন। হে মাহারাজ, এই স্থান হইতে ফিরিয়া চলুন সৈন্যরা ইহা শুনিয়া ভীত হইয়া এছফন্দিয়ারের নিকটে আসিয়াকহিল করগছার যে দিবস জাহা ঘটিবে কহিয়াছিল তাহাই সত্য হইয়াছে ইহাতে বোধ হয় করগছরের কথা সকলি সত্য তবে এখান হইতে ফিরিয়া জাওয়াই কর্ত্তব্য কেননা যেরূপ কয়খোছরের সঙ্গে অনেকে গিয়াছিল তাহার দিগের যেইবাদশাহ ফিরিয়া জাইতে কহিলে তাহারা না শুনিয়া সকলে বরফে চাপা পড়িয়া মরিয়াছিল আমরাও সেইমত বরফে মারা পড়িব। এছফন্দিয়ার কহিল আমি পাঁচ বৎসরের নানা উৎপাত হইতে ঈশ্বরের কৃপায় মুক্ত হইয়া

আসিয়াছি আর দুইদিনের পথ গেলে চিন দেশে পৌঁছিব তাহাতে যদি কোন বিপদ থাকে তাহাতেও ঈশ্বর রক্ষা করিবেন। ইহা শুনিয়া সেনারা কহিল আমারা চক্ষে দেখিয়া কি প্রকারে মৃত্যুর মুখে জাইব? এছফন্দিয়ার কহিল তোমরা সকলে প্রাণ লইয়া আপনং বাটিতে ফিরিয়া জাও আমি একাকি চিন দেশে জাইব ইহাতে তোমার দিগের কাহার সহায়তার আকিঞ্চন আমি রাখিনা আমার সহায় কেবল এক মাত্র ঈশ্বর, ইহা শুনিয়া সকলে কহিল তোমাকে একাকি রাখিয়া আমরা কি প্রকারে জাইব আমারদিগের অপরাধ হই য়াছে ক্ষেমা কর, বাদসাহ তাহারদিগকে প্রবোধ করিয়া কহিলেন যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহতে চিন হইতে জয়ী হইয়া আসিতে পারি তবে তোমার দিগের মানস পূর্ণ করিব সে রাত্রি সেই স্থানে থাকিলেন পঞ্চম দিবসের পথের বিবরণ সমাপ্ত হইল॥

সষ্ট দিবসের পথের বিবরণ॥

এছফন্দিয়ার সষ্ট দিবস প্রাতে সেনাগণকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত দিবস চলিয়া বেলাঅবসানে এক পর্ব্বতের নিকটে অতি রম্য স্থান ও ঝরনা দেখিয়া শিবির স্থাপন করিয়া রহিলেন কিঞ্চিৎ কাল পরে ঝড আরম্ভ হইল তাহা দেখিয়া বাদসাহ পর্ব্বতের বৃহৎ২ গুহার মধ্যে সেনাগণকে ও ঘোটকাদি রাখাইলেন কিঞ্চিৎ রাত্রি গত হইলে বরফ পডিতে আরম্ভ হইল। তদ্দৃষ্টে এছফন্দিয়ার আপন ভ্রাতা ও পুত্র ও সরদারদিগকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বর উদ্দেশে রোদন বদনে প্রার্থনা করিলেন যে হে ইচ্ছাময় তব ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এ আপদ

হইতে আমাদিগেরকে উর্দ্ধারকর এইরূপে সেনারাও প্রার্থনা করিতে লাগিল, কিয়ৎকালপরে ঝড ওবরফ অল্পতা হইতে আরম্ভ হইয়া প্রাত কালে নির্ম্মল হইল সকলে তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও প্রণাম করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিলেন ষষ্ট দিনের পথের বিবরণ সমাপ্ত হইল ॥

সপ্তম দিবসেরপথে করগছারের মস্তকছেদনেরবিবরণ

সপ্তম দিবস প্রাতে উঠিয়া সরদার দিগকে লইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া কথক দুর গিয়া বালুকা ময় ভূমি দেখিয়া অগ্রসার হইলেন, করগছারকে ডাকিয়া কহিলেন তুই তপ্ত বালুকাময় ভূমি কহিয়াছিলি এ অতি সুশীতল ভূমি দেখিতেছি; সে কহিল গতো রাত্রে বিস্তর বরফ পডিয়াছিল এপ্রযুক্ত শিতল হইয়াছে ইহাও ঈশ্বরের এক প্রকার অনুগ্রহ আপনার প্রতি হইয়াছে, এছফন্দিয়ার হাস্য করিয়া কহিলেন তুই আমাকে ভয় প্রদরশণ করাইয়া আমাকে ফিরাইয়া দেশে লইয়া জাইবি কিন্তু আমি কোনমতে ফিরিবোনা ইহা কহিয়া তাবৎ সেনাকে কহিলেন তোমরা সকলে শীঘ্র গমণ কর অধিক বেলা হইলে বালুকায় চলিতে ক্লেশ হইবে এবং এই বালুকাময় ভূমি কোনস্থানে বৃক্ষাদি নাই যে তাহার ছায়াতে বিশ্রাম করিবা এবং নদ নদী নাই যে কেহ জলপান করিবা তখন সকলে দ্রুত গমনে কথক দুর গমন করিলে সৈন্যাগ্রে যে ব্যক্তি নিসান লইয়া জাইতেছিল সেই এক নদী দেখিয়া এছফন্দিয়ারকেকহিল সম্মুখে বৃহৎএকনদী তাহাতে নৌকা নাই কি প্রকারে পার হইব ? এছফন্দয়ার এইকথা শুনিয়া করগছারকে ডাকিয়া বিস্তর গর্জ্জন করিয়া কহিলেন